আমাদের প্রিয়নবী

বাংলাদেশের সকল কিন্ডারগার্টেন, প্রি-ক্যাডেট, প্রিপারেটরি ও বেসরকারি স্কুল
এবং মাদরাসাসমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য উপযোগী

৩য় শ্রেণির জন্য

আমাদের প্রিয় নবী

রচনায় :
আবদুল মান্নান তালিব

নাম	
প্রতিষ্ঠানের নাম	
শ্রেণি	শাখা ....
রোল	আইডি নং ....

এডুকেয়ার পাবলিকেশন্স

www.nagorikpathagar.com

আমাদের প্রিয় নবী

৩য় শ্রেণি

রচনায়:
আবদুল মান্নান তালিব

প্রকাশনায় :
এডুকেয়ার পাবলিকেশন্স
৩৩ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০২৪৮৯৫১৫৮৩
মোবাইল : ০১৭৯৯৫২৫৫১৪, ০১৭১০১৪৯৯২৬
ই-মেইল : educarepub18@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.educarepub.com

[**গ্রন্থস্বত্ব :** লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : মার্চ-১৯৭৫ ঈসায়ি
২১ তম সংস্করণ : ২০০৮ ঈসায়ি
১৩ তম পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারি-২০২০ ঈসায়ি

মুদ্রণে :
কোয়ালিটি কেয়ার প্রিন্টিং
নয়াপল্টন, ঢাকা।

মূল্য : ৭০.০০ টাকা

প্রকাশকের কথা

শিশুদের জানার আগ্রহ অনেক বেশি। তারা সহজেই চারপাশের মানুষদের কথা-বার্তা, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার আয়ত্ব করার চেষ্টা করে। এই বয়সে তারা যাদের সংস্পর্শে থাকবে তাদেরকেই অনুকরণ করবে এটাই স্বাভাবিক। শিশুদের কল্পনা শক্তি প্রখর। এই কল্পনার জগতে যদি আমরা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সুমহান আদর্শের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি তাহলে তারা সুন্দর একটি আদর্শকে জানা ও অনুসরণের মাধ্যমে ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে সক্ষম হবে।

শিশুদেরকে গল্পের আকারে ইসলামের সুমহান আদর্শের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে 'আমাদের প্রিয় নবী' বইটি লিখে সেই কাজটিই সম্পন্ন করেছেন বিদগ্ধ লেখক জনাব আবদুল মান্নান তালিব।

বরাবরের মতো এবারও 'এডুকেয়ার পাবলিকেশন্স' এর পক্ষ থেকে বইটি প্রকাশ করতে পেরে মহান রবের শুকরিয়া আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ।

বইটিতে কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে অথবা কোন পরামর্শ থাকলে আমাদেরকে জানালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে প্রকাশ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রিন্সিপাল ড. মো: ইকবাল হোসাইন ভূঁইয়া

Amader Prionobi by Abdul Mannan Talib and Published by Educare Publications, 33 North Brook Hall Road, Banglabazar, Dhaka 1100. Mob: 01799525514, Price: 70.00 only

www.nagorikpathagar.com

দুটি কথা

প্রিয় নবীর জীবন কথার চাইতে ভাল উপহার কচি-কিশোরদের জন্য আর কি হতে পারে? জীবন গঠনের জন্য প্রিয় নবীর জীবনের চাইতে ভাল আদর্শ আর কি হতে পারে? বাংলায় শিশুদের উপযোগী করে লেখা প্রিয় নবীর জীবন কথার যথার্থই অভাব রয়েছে। এ অভাব পূরণ করার জন্য আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

এ জীবন কথা পড়ে দুটি কচি-কিশোরও যদি সত্য ও ন্যায়ের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়, দুটি কচি-কিশোরও যদি জীবন কথায় বিবৃত যথার্থ নবী-চরিত্রে নিজেদেরকে রঞ্জিত করতে পারে তাতেই এর সার্থকতা।

গুণী অভিভাবক ও শিক্ষক সমাজ নবী জীবনের মর্মার্থ উপলব্ধি করার ব্যাপারে শিশুদের প্রয়োজনমত সাহায্য করলেই তারা এ বই থেকে যথার্থ উপকৃত হতে পারবে বলে আশা করি।

আবদুল মান্নান তালিব
১৮০, শান্তিবাগ,
ঢাকা।

www.nagorikpathagar.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
নবী কাকে বলে?	৫
নবী আগমনের পূর্বে	৭
বংশ পরিচয়	৯
জন্ম ও শৈশবকাল	১১
প্রিয় নবী বড় হলেন	১৩
তার পর নবী হলেন	১৫
অত্যাচার চললো	১৭
হাবশায় হিজরাত	২০
মদিনায় হিজরাত	২২
জেহাদ হলো শুরু	২৪
মক্কা বিজয়	২৬
প্রিয় নবী কেমন ছিলেন?	২৮
শিশুদের প্রতি ভালবাসা	৩০
প্রিয় নবীর প্রিয় কথা	৩২
আমাদের উপর প্রিয় নবীর অধিকার	৩৫

www.nagorikpathagar.com

নবী কাকে বলে?

আল্লাহ আমাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন। আমাদের চলাফেরার ও জীবন যাপনের জন্য তৈরী করেছেন বিশাল পৃথিবী। মাথার উপর নীল আকাশের ছাদ গড়ে আমাদের সুরক্ষিত করেছেন। সূর্য ও চন্দ্রের আলো দিয়ে আমাদের চলার পথ আলোকিত করেছেন। সারা আকাশে সুন্দর সুন্দর অগণিত তারা ছিটিয়ে দিয়েছেন। আমাদের জীবন ধারণের জন্য দিয়েছেন পানি। সেই পানি থেকে আবার তৈরী করেন মেঘ। বায়ু প্রবাহিত করেন। বায়ু মেঘকে নিয়ে উড়ে বেড়ায় দেশ থেকে দেশান্তরে। আকাশ থেকে বৃষ্টি ছিটিয়ে মৃত পৃথিবীকে জীবিত করেন। গাছপালা, শস্য, ফলমূল উৎপন্ন করে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন। আমাদের যা কিছু প্রয়োজন চাইবার আগেই তা তিনি পূর্ণ করে দিয়েছেন।

তিনি আমাদের স্রষ্টা। তিনি সবার স্রষ্টা। তিনি সব কিছুর স্রষ্টা। তিনি আমাদের মালিক। তিনি আমাদের প্রভু। তিনি আমাদের প্রতিপালক। তিনি সবার মালিক, সবার প্রভু, সবার প্রতিপালক। তিনি আমাদের আহার যোগান। তিনি আমাদের শাসক। আমরা সবাই তাঁর দাস। তাঁর প্রত্যেকটি আদেশ নিষেধ মেনে চলা আমাদের কর্তব্য। আমাদের একমাত্র তাঁরই ইবাদত-বন্দেগী করা উচিত। তাঁর ছাড়া আর কারোর দাসত্ব করা আমাদের উচিত নয়।

আল্লাহর সাম্রাজ্য বিশাল। এর কোন কূল কিনারা নেই। তিনি এ বিশাল সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি। পৃথিবী তাঁর সাম্রাজ্যের একটি ক্ষুদ্রতম অংশ মাত্র। এই পৃথিবীতে তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করে তুলেছেন। মানুষকে নিজের খলীফা বা প্রতিনিধি করেছেন। তাকে জীবন ধারণের সমস্ত উপায় ও কৌশল শিখিয়েছেন। জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল বস্তু পৃথিবীতে তৈরী করে রেখেছেন। কিসে তিনি সন্তুষ্ট হন এবং কিসে অসন্তুষ্ট হন সে কথাও তিনি মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন। এজন্যে যুগে যুগে দেশে দেশে পাঠিয়েছেন অসংখ্য নবী। নবীগণও আমাদের মত রক্ত-মাংসের মানুষ ছিলেন। তাঁরা ছিলেন আল্লাহর প্রিয় বান্দাহ। তাঁর অনুগত দাস।

নবী সর্বদা সত্য কথা বলেন। মিথ্যার ধারে কাছেও ঘেঁষেন না। কখনো কোন খারাপ কাজ করেন না। সবাইকে আল্লাহর হুকুম শুনান। সবাইকে সৎপথ দেখান। আল্লাহর বাণী পুরোপুরি মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে দেন। নিজে আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন যাপন করে মানুষের সামনে দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। মানুষকেও আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী পরিচালিত করেন।

নবীকে পয়গম্বর ও রসূল বলা হয়। পয়গম্বর মানে আল্লাহর বাণী বহনকারী, আর রসূল মানে আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ। নবীগণ আল্লাহর পয়গাম বা বাণী মানুষের নিকট পৌঁছান বলে তাঁদেরকে পয়গম্বর বলা হয়। আবার তাঁরা আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ অর্থাৎ মানুষের নিকট

www.nagorikpathagar.com

আল্লাহর হুকুম পৌঁছাবার জন্য আল্লাহ তাঁদেরকে নির্বাচিত করেছেন বলে তাঁদেরকে রসূলও বলা হয়।

আল্লাহ চাইলে তাঁর ফেরেশতাদের নবী করে পাঠাতে পারতেন। তাহলে বরং মানুষের পক্ষে তাদেরকে মেনে নেয়া আরো সহজ হতো। কিন্তু মানুষ সেখানে একটা প্রশ্ন উঠাতো। সে প্রশ্নটা হচ্ছে আল্লাহর ফেরেশতারা আল্লাহর যে হুকুম এনেছেন তা কেবলমাত্র তাঁদের পক্ষেই মেনে চলা সম্ভব। কারণ তাঁরা এমন সব ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী যা মানুষের নেই। মানুষ যাতে এ ধরনের বাহানাবাজী করতে না পারে তাই মানুষের মধ্য থেকে একদল মানুষকে নবী হিসেবে বাছাই করা হয়েছে।

হযরত আদম আলাইহিস সালাম আল্লাহর সৃষ্ট প্রথম মানুষ এবং প্রথম নবী ছিলেন। তাঁর পর থেকে দুনিয়ার বুকে অসংখ্য নবী প্রেরিত হয়েছেন। এসব নবী বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের মধ্যে প্রেরিত হন। হযরত নূহ (আ), হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত মুসা (আ), হযরত দাউদ (আ), হযরত সুলাইমান (আ), হযরত ঈসা (আ) এঁরা সবাই নবী ও রসূল ছিলেন। এঁরা ছাড়াও আরো লক্ষাধিক নবী ছিলেন। সকল নবীই সত্য ছিলেন। সকল নবীই ভালো ছিলেন। সবাই আল্লাহর বাণী মানুষের নিকট পৌঁছিয়েছেন। সবাই মানুষকে সৎপথ দেখিয়েছেন।

সবার শেষে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করেন। তাঁর উপর আল্লাহ কুরআন অবতীর্ণ করেন। কুরআন আল্লাহর কিতাব। আল্লাহর সকল প্রকার আদেশ নিষেধ তার মধ্যে লিখিত আছে। আমাদের নবীকে আল্লাহ সারা দুনিয়ার মানুষকে পথ দেখাবার জন্য পাঠান। তিনি সারা দুনিয়ার মানুষের নবী ও পথ প্রদর্শক। তাঁর পর আর কোন নবী আসবেন না।

“আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিঁউ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।

প্রশ্নের জবাব দাও ঃ

১। নবী কাকে বলে?
২। নবীর কাজ কি?
৩। আল্লাহ ফেরেশতাদের নবী করে পাঠান নি কেন?
৪। কয়েকজন নবীর নাম বলো।
৫। শেষ নবী কে?
৬। আমাদের একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী করা উচিত কেন?

www.nagorikpathagar.com

নবী আগমনের পূর্বে

আমাদের প্রিয় নবীর যখন জন্ম হলো তখন দুনিয়ার অবস্থা ছিল বড়ই করুন। তখন দুনিয়ায় কোন নবী ছিলেন না। মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী পৌছাবার কোন উপায় ছিল না। সব নবী দুনিয়ার বুক থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। তাঁদের উম্মতরা নবীর পথ হারিয়ে ফেলেছিল। নবী যে পথ দেখিয়েছিলেন তারা ঠিক সে পথের বিপরীত দিকে চলছিল। তারা পুরোপুরি আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। তারা নিজের খেয়াল খুশিমতো চলা শুরু করেছিল। প্রচলিত রীতিনীতি ও নিয়ম মেনে চলাকেই তারা জীবনের পথে সবচেয়ে বড় সাফল্য মনে করতো। তারা আল্লাহর হুকুম বাদ দিয়ে নিজেদের মতো বহু লোকের হুকুম মেনে চলতো। আল্লাহর কিতাবের মধ্যে তারা নিজের ইচ্ছামতো পরিবর্তন করে নিয়েছিল। যে সব কথা নিজেদের স্বার্থের বিরুদ্ধে পড়ে সেগুলো সেখান থেকে উঠিয়ে দিয়েছিল। মানুষ দেব-দেবীর পূজা করতো। পাথর ও মাটির মূর্তি তৈরী করতো। দেব-দেবীর নামে মানত করতো, 'সিন্নী' দিতো, পশু বলি দিতো। গাছপালা, পাহাড়, নদী-নালা, খাল-বিল, জীব-জড় যার মধ্যেই বিস্ময়কর কিছু দেখতো তার পূজা করতো। মোট কথা মানুষের গোমরাহীর আর শেষ ছিল না।

সমাজে কুকর্ম অনেক বেড়ে গিয়েছিল। মানুষ নিজেদের মধ্যে হানাহানি কাটাকাটিতে মত্ত ছিল। গোত্রে গোত্রে, ঘরে ঘরে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ঝগড়া-বিবাদ সব সময় লেগেই থাকতো। তারা মদ পান করতো, জুয়া খেলতো, চুরি করতো, ডাকাতি করতো। শুধু এসব কুকর্ম করেই ক্ষান্ত হতো না বরং এগুলোর জন্য গর্ব করে বেড়াতো। মিথ্যা কথা বলা, ওয়াদা ভঙ্গ করা, ধোকা দেয়া তাদের পেশায় পরিণত হয়েছিল। তারা এতিম ও বিধবাদের কষ্ট দিতো। অন্যের গচ্ছিত সম্পদ আত্মসাৎ করতো। মুসাফিরদের সহায়-সম্বল লুটপাট করে নিতো।

সামাজে মেয়েদের কোন সম্মান ছিল না। তাদের ইজ্জত আবরুর কোন দাম ছিল না। মেয়ে-সন্তানের জন্মকে অসম্মানজনক মনে করা হতো। তাদের জীবিত কবর দেয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। নাচ-গানের আসরে মেয়েরা নর্তকীর ভূমিকা পালন করতো এবং পাত্রে মদ ঢেলে পুরুষদের পান করাতো।

www.nagorikpathagar.com

মানুষের জীবনেরও কোন মূল্য ছিল না। কথায় কথায় মানুষকে হত্যা করা হতো। মানুষকে গরু-ছাগলের মতো বিক্রি করা হতো। পশুদেরও নানাভাবে কষ্ট দেয়া হতো। এককথায় বলতে গেলে এমন কোন খারাপ কাজ ছিল না, যা মানুষ করতো না। আল্লাহর দ্বীন অর্থাৎ আল্লাহর দেখানো পথ পরিত্যাগ করার পরিণাম এ ছাড়া আর অন্য কিছু হতে পারে না।

এভাবে দুনিয়ার মানুষ পুরোপুরি ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলছিল। মানুষ তার বাঁচার কোন পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। তখন করুনাময় আল্লাহ্ তাদের পথ দেখাবার জন্যে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠালেন।

প্রশ্নের জবাব দাও ঃ

১। আমাদের নবীর আগমনের পূর্বে দুনিয়ার অবস্থা কিরূপ ছিল?

২। মানুষ কিসের পূজা করতো?

৩। মানুষ কি কি অসৎ কাজে লিপ্ত ছিল?

৪। মেয়েদের সাথে কেমন ব্যবহার করা হতো?

৫। সমাজে মানুষের কি মর্যাদা ছিল?

৬। আল্লাহর দ্বীন পরিত্যাগ করার পরিণাম কি?

www.nagorikpathagar.com

বংশ পরিচয়

আমাদের প্রিয় নবীর নাম ছিল হযরত মুহাম্মদ (স)। তিনি মক্কা শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। মক্কা আরব দেশের একটি বিখ্যাত শহর। আরব এখান থেকে হাজার হাজার মাইল পশ্চিমে একটি বিরাট উপদ্বীপ। এদেশে আল্লাহর বহু নবীর জন্ম হয়েছে। আর এই মক্কা শহর অতি প্রাচীন কাল থেকে আল্লাহর দ্বীনের কেন্দ্রস্থল রূপে পরিচিত হয়ে আসছে। আল্লাহর পবিত্র কাবাঘর এই শহরে অবস্থিত। যুগ যুগ থেকে দুনিয়ার চতুর্দিক হতে লোক এই কাবাঘর প্রদক্ষিণ করার জন্য আসে।

আরব দেশে বিভিন্ন গোত্রের লোকের বাস ছিল। তাদের মধ্যে কোরাইশ গোত্র ছিল মর্যাদার দিক দিয়ে সবচেয়ে বড়। এই গোত্রের লোকেরাই কাবাঘরের সেবা করতো। এজন্য সমগ্র আরবের লোকেরা কোরাইশ গোত্রকে সম্মান করতো। আমাদের প্রিয় নবী এই সম্মানিত কোরাইশ গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেন।

কোরাইশ গোত্রে অনেক বিখ্যাত লোকের জন্ম হয়েছে। তাদের মধ্যে কুসাই অন্যতম। তিনি নিজের গোত্রের সর্দার ছিলেন। হজ্জের সময় তিনি হাজীদেরকে নিজের মেহমান মনে করতেন। তাদের সবাইকে তিন দিন বিনা পয়সায় আহার করাতেন। কুসাইয়ের সন্তানদের মধ্যে হাশেমের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি যেমন দাতা তেমনি বীর ছিলেন। একবার দেশে দুর্ভিক্ষ হয়। হাশেম নিজের পয়সায় বহু শস্য কিনে অভাবীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করেন। হাশেমের ছেলেদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল আবদুল মুত্তালিব। আবদুল মুত্তালিবও তাঁর গোত্রের সর্দার ছিলেন।

আরবে পানির বড় বেশী অভাব। মরুভূমির দেশ। চারদিকে শুধু পাহাড় পর্বত আর বালি আর বালি। বহু দূর দূর পর্যন্ত পানির কোন নাম নিশানা নেই। এইজন্য মক্কা শহরে জমজম কুয়াকে মানুষ আল্লাহর বিরাট নিয়ামত মনে করতো। কিন্তু এই কুয়াটিও বহুদিন থেকে ভরাট হয়ে গিয়েছিল। কুয়াটি কোথায় ছিল তাও লোকেরা বলতে পারতো না। আবদুল মোত্তালিব বহু চেষ্টা করে কুয়াটি খুঁজে বের করেন। তরপর অনেক কষ্ট করে সেটি পরিষ্কার করান। ফলে মক্কার লোকেরা তাঁর এই উপকারের কথা ভুলতে পারেনি। তারা তাঁকে বড়ই সম্মান করতো।

www.nagorikpathagar.com

আবদুল মোত্তালিবের কয়েকটি ছেলে ছিল। তাদের মধ্যে সবার ছোট আবদুল্লাহ ছিলেন তাঁর নয়নের মনি। তাঁর সবচেয়ে আদরের সন্তান। এই আবদুল্লাহ ছিলেন আমাদের প্রিয় নবীর পিতা। আবদুল্লাহর বিয়ে হয় বিবি আমিনার সাথে। বিবি আমিনা আমাদের প্রিয় নবীর মাতা।

প্রশ্নের জবাব দাও ঃ

১। আমাদের প্রিয় নবীর নাম কি?

২। তাঁর পিতা ও মাতার নাম বল।

৩। তিনি কোথায় জন্ম গ্রহণ করেন?

৪। মক্কা শহর কেন প্রসিদ্ধ ছিল?

৫। কোরাইশ বংশের কয়েকজন বিখ্যাত লোকের নাম বল।

৬। মক্কার লোকেরা আবদুল মুত্তালিবকে সম্মান করতো কেন?

www.nagorikpathagar.com

জন্ম ও শৈশবকাল

আমাদের প্রিয় নবী রবিউল আউয়াল মাসে দুনিয়ার বুকে আগমন করেন। সেদিন ছিল সোমবার। রাত্রি ও দিনের মাঝা-মাঝি সময়ে অর্থাৎ ঠিক ভোর বেলায় তিনি ভূমিষ্ঠ হন। জন্মের কিছু দিন আগেই তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। দাদা আবদুল মোত্তালিব জীবিত ছিলেন। প্রিয় নবীর জন্মের খবর শুনে তিনি অত্যন্ত খুশি হন। শিশু সন্তানকে কোলে উঠিয়ে নেন। তাঁকে আদর করেন। তাঁকে কাবাঘরে নিয়ে যান। সেখানে গিয়ে দোয়া করেন। তারপর শিশুকে তাঁর মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেন। তিনি শিশুর নাম রাখেন মুহাম্মদ। মুহাম্মদ অর্থ প্রশংসিত। লোকেরা এ নাম রাখার কারণ জিজ্ঞেস করেন। জবাবে তিনি বলেনঃ আমি চাই দুনিয়ার সবাই আমার নাতির প্রশংসা করুক। আল্লাহ তাঁর এ আশা পূর্ণ করেন। অষ্টম দিনে তিনি নাতির আকীকা করেন। সবাইকে দাওয়াত দেন।

মক্কায় দাই প্রথার প্রচলন ছিল। ছেলেদেরকে গ্রামে দাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হতো। দাইরা নিজেদের বুকের দুধ পান করিয়ে ছেলেদের মানুষ করতো। আমাদের প্রিয় নবীকেও দাই হালিমার কাছে গ্রামে পাঠিয়ে দেয়া হয়। বিবি হালিমা যেমন সৎ ছিলেন তেমনি তার স্বভাবও ছিল মধুর। তিনি আমাদের প্রিয় নবীকে বুকের দুধ ও অন্তরের স্নেহ দিয়ে পালন করেন। গ্রামের তাজা হাওয়ায় ও উন্মুক্ত পরিবেশে প্রিয় নবী বেড়ে উঠতে থাকেন। তাঁর শরীর বেশ সুস্থ, সবল ও সুগঠিত হয়। ধীরে ধীরে তিনি ভাঙ্গা ভাঙ্গা ও মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে শুরু করেন। দু'বছর পূর্ণ হলে বিবি হালিমা তাঁকে মক্কায় তাঁর মায়ের কাছে নিয়ে যান। প্রিয় নবীকে দেখে বিবি আমিনা অত্যন্ত খুশী হন। শিশু পুত্রের মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনে তাঁর প্রাণ জুড়িয়ে যায়। মক্কায় সে বছর মড়ক লেগেছিল। তাই তিনি প্রিয় নবীকে দাই হালিমার সাথে আবার গ্রামে পাঠিয়ে দেন।

তাঁর সুন্দর ও মিষ্টি চেহারা দেখে সবাই তাঁকে স্নেহ করতো, ভালবাসতো। তাঁর মিষ্টি কথা শুনে সবাই খুশী হতো। তাঁর মধুর ব্যবহারে সবাই মুগ্ধ হতো। তিনি বিবি হালিমার ছেলেদেরকে খুব ভালোবাসতেন। তারাও তাঁকে খুব ভালোবাসতো। তারা তাঁকে নিয়ে খেলা করতো। তারা ছাগল চরাতো। বালক-নবীকেও সংগে নিয়ে যেতো। তাদের সাথে সাথে তিনিও মাঠে মাঠে ঘুরে ছাগল চরাতেন। চার বছর বয়স হলে বিবি হালিমা আবার তাকে মায়ের কাছে ফিরিয়ে আনেন। মা আমিনা তাঁকে দেখে বড়ই আনন্দিত হন। এবার তিনি নিজের বুকের সমস্ত স্নেহ উজাড় করে তাঁকে লালন পালন করতে থাকেন। বালক নবীর ছ'বছর বয়সে তাঁর মা তাঁকে নিয়ে মদীনায় নিজের পিত্রালয়ে রওয়ানা হন। ফেরার পথে পথিমধ্যে মা অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি এতিম হয়ে পড়েন। জন্মের

www.nagorikpathagar.com

পরেই তিনি পিতার স্নেহ বঞ্চিত হন, এবার মাত্র ছ'বছর বয়সে মাতার স্নেহ থেকেও বঞ্চিত হন।

অতঃপর দাদা আবদুল মোত্তালিব তাঁকে লালন পালন করতে থাকেন। তিনি প্রিয় নবীকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তাঁর স্নেহ ও ভালোবাসার ছায়ায় বালক নবী বেড়ে উঠতে থাকেন। কিন্তু আট বছর বয়সে দাদা আবদুল মোত্তালিব মারা যান। মরার সময় তিনি প্রিয় নবীকে আবু তালেবের হাতে সোপর্দ করে যান। আবু তালেব ছিলেন তাঁর চাচা। তাঁর চাচা কয়েকজন ছিলেন। তন্মধ্যে আবু তালেব ছিলেন সবচেয়ে ভালো এবং তাঁকে বেশী ভালোবাসতেন। তিনি সব সময় প্রিয় নবীকে সঙ্গে করে নিয়ে ফিরতেন। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে সফরে যেতেন। তাঁর কোন প্রকার কষ্ট হতে দিতেন না।

আমাদের প্রিয় নবী ছোট বেলা থেকেই অত্যন্ত লজ্জাশীল ছিলেন। কোন প্রকার লজ্জাজনক কাজ তিনি করতেন না। তাঁর ছেলেবেলাকার একটি ঘটনার কথা বলি। সেবার কাবাঘরের একটি দেয়াল ভেঙ্গে গিয়েছিল। ভাঙ্গা দেয়াল মেরামত করার জন্য সবাই একযোগে কাজে লেগেছিল। বড়দের সাথে সাথে ছেলেরাও কাজে লেগেছিল। দৌড়ে দৌড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে কাজ করছিল। তারা কাঁধে করে পাথর বয়ে আনছিল এবং দেয়ালের সাথে লাগিয়ে দিচ্ছিল। ছেলেদের দেখাদেখি বালক নবীও কাঁধে করে পাথর বইতে শুরু করলেন। কাঁধে করে পাথর আনার কারণে ছেলেদের কাঁধও ব্যথা করছিল। তাই তারা নিজেদের পরণের কাপড় খুলে কাঁধে রাখছিল। এর ফলে তারা আরামে পাথর নিয়ে দৌড়াচ্ছিল। বালক নবীরও কাঁধ ব্যথা করছিল কিন্তু তিনি উলঙ্গ হওয়া পছন্দ করলেন না। চাচা আবু তালিব সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বালক নবীর কষ্ট সহ্য করতে না পেরে তাঁকেও পরণের কাপড় খুলে কাঁধে রাখতে বললেন। চাচার আদেশে তিনি কাপড় খুলতে গেলেন কিন্তু উলঙ্গ হওয়া সহ্য করতে পারলেন না। মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। চাচা অবস্থা দেখে তাঁকে কাপড় খুলতে নিষেধ করলেন।

প্রশ্নের জবাব দাও ঃ

১। মুহাম্মদ নাম কে রাখেন?

২। মুহাম্মদ নামের অর্থ কি?

৩। প্রিয় নবীর ছেলেবেলা কিভাবে অতিবাহিত হয়?

৪। তিনি কিভাবে এতিম হন?

৫। এতিম হওয়ার পর তাঁকে কে কে লালন-পালন করেন?

৬। তুমি কেমন করে জানো তিনি লজ্জাশীল ছিলেন?

www.nagorikpathagar.com

প্রিয় নবী বড় হলেন

আট বছর বয়স থেকে তিনি চাচা আবু তালেবের সাথে সাথে ফিরতে থাকেন। এভাবে তিনি ধীরে ধীরে শৈশব থেকে কৈশোর এবং কৈশোর থেকে যৌবনে প্রবেশ করেন। যৌবনে তিনি যুবকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি ছিলেন সবচেয়ে উন্নত চরিত্রের অধিকারী। আরবের অন্যান্য যুবকরা সর্বদা ঝগড়া-কলহে লিপ্ত থাকতো। তিনি কখনো কারো সাথে ঝগড়া করতেন না। অন্যান্য যুবকরা জুয়া খেলতো, আড্ডা জমাতো। তিনি কখনো জুয়া খেলতেন না, আড্ডা জমাতেন না। তারা রাজ্যির খারাপ কাজ করে বেড়াতো। তিনি প্রত্যেকটি খারাপ কাজকে ঘৃণা করতেন। লোকেরা মূর্তি পূজা করতো, মিথ্যা কথা বলতো, মানুষের সাথে অসদ্ব্যবহার করতো। তিনি এগুলো থেকে সব সময় দূরে থাকতেন। তিনি দুর্বলকে সাহায্য করতেন, দরিদ্রকে আহার করাতেন।

চাচা আবু তালেব বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। ব্যবসা উপলক্ষে তিনি বিভিন্ন দেশ সফর করতেন। চাচার সাথে সাথে আমাদের প্রিয় নবীও অনেক দেশ সফর করেন। এভাবে যৌবনের শুরু থেকেই তিনি ভালো ব্যবসায়ী হয়ে ওঠেন। ব্যবসা করে অর্থ উপার্জন করাকে তিনি খুব ভালো মনে করতেন। তিনি আদর্শ ব্যবসায়ী ছিলেন। সদা সত্য কথা বলতেন। মিথ্যার ধারে কাছেও ঘেঁষতেন না। সবাই তাঁকে সত্যবাদী বলতো। সবার সাথে তাঁর লেনদেন ছিল আয়নার মতো পরিস্কার। অন্যের আমানত পুরোপুরি আদায় করতেন। তাই সবাই তাঁকে "আমীন" বলতো। সবাই তাঁকে সম্মান করতো।

আরব দেশে ছিলেন এক ধনী মহিলা। নাম তাঁর বিবি খাদিজা। তিনি ছিলেন বিধবা। তাঁর স্বামী মারা গিয়েছিল। তাঁর ছিল অঢেল ধন-দৌলত। কিন্তু তা নিয়ে ব্যবসা করার মত লোক তাঁর ছিল না। তিনি সৎ ও বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী হিসেবে আমাদের প্রিয় নবীর নাম শুনে তাঁকে ব্যবসা করার জন্য অর্থ দেন। প্রিয় নবী ব্যবসার পণ্য নিয়ে সিরিয়ায় যান। সেখান থেকে বহু টাকা লাভ করে আনেন। ফিরে এসে বিবি খাদিজার কাছে প্রত্যেকটি পয়সার হিসাব দেন। বিবি খাদিজা ছিলেন যেমন সৎ তেমনি বুদ্ধিমতী। তিনি প্রিয় নবীর সততা অনুভব করতে পারেন। তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন। নিজেই তাঁর সাথে বিয়ের পয়গাম পাঠান। প্রিয় নবী তাঁকে বিয়ে করতে সম্মত হন। ফলে বিবি খাদিজার সাথে তাঁর বিয়ে হয়ে যায়। প্রিয় নবীর বয়স তখন ছিল পঁচিশ এবং বিবি খাদিজার চল্লিশ।

মক্কায় লোকদের জুলুম-অত্যাচার বেড়ে যাচ্ছিল। এসব দেখে আমাদের প্রিয় নবী মনে বড় ব্যথা পেতেন। তিনি চিন্তা করতেন কেমন করে এসব দূর করা যায়, কেমন করে সমাজ থেকে অসৎকর্ম নির্মূল করা যায়। তিনি যুবকদেরকে বুঝালেন। তাদেরকে একত্র করে একটি সমিতি গঠন করলেন। সমিতির নাম দিলেন হিলফুল ফুযুল। সমিতির প্রত্যেকটি যুবক এই বলে শপথ নিতোঃ

www.nagorikpathagar.com

"আমরা দেশ থেকে অশান্তি দূর করবো।
মুসাফিরদের রক্ষা করবো।
দরিদ্রদের সাহায্য করবো।
কারোর উপর জুলুম হতে দেবো না।"

সমিতি কাজ শুরু করলো জোরেশোরে। জুলুম অনেক কমে গেলো। অনেক অশান্তি দূর হলো। প্রিয় নবীর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। লোকেরা তাঁর উপর নির্ভর করতে লাগলো।

একবারের একটি ঘটনার কথা বলি। কাবা ঘর মেরামত করা হচ্ছিল। পুরাতন দেয়াল ভেঙ্গে নতুন করে গাঁথা হচ্ছিল। একটি দেয়ালের সঙ্গে হাজরে আসওয়াদ বসানো ছিল। এটি ছিল একটি কালো পাথর। এ পাথরটি ছিল হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের স্মৃতি। সবাই পাথরটিকে বরকত বা সমৃদ্ধির নিশানী মনে করতো। পাথরটি যখন তার আগের স্থানে বসাবার সময় এলো তখন মক্কাবাসীদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়ে গেলো। সবাই এই বরকতের নিশানীটিকে নিজের হাতে বসাতে চাচ্ছিল। এই নিয়ে কলহ এমন আকার ধারণ করলো যে একটা রক্তপাত হবার সম্ভাবনা দেখা দিল। অবশেষে সবাই মিলে এই সিদ্ধান্ত নিল যে, আগামীকাল সকালে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম এখানে আসবে তার কথা মেনে নেয়া হবে। ঘটনাক্রমে পরদিন সর্ব প্রথম আমাদের প্রিয় নবী সেখানে হাজির হলেন। সবাই তাঁকে বিশ্বাস করতো। তিনি কখনো অন্যায় করতে পারেন না বলে সবাই মনে করতো। কাজেই সবাই তাঁকে সালিশ সাব্যস্ত করলো। তিনি বড় চমৎকার সিদ্ধান্ত দিলেন। একটি চাদর নিলেন। হাজরে আসওয়াদ তার মাঝখানে রাখলেন। তারপর প্রত্যেক গোত্রের সর্দারকে চাদরের কিনারা ধরতে বললেন। এভাবে সবাই মিলে পাথরটি উঠিয়ে যখন যথাস্থানে নামিয়ে রাখলো তখন তিনি সেটি দুহাতে ধরে দেয়ালের গায়ে লাগিয়ে দিলেন। এভাবে প্রত্যেক গোত্র এ কাজে অংশ গ্রহণের সুযোগ লাভ করলো। একটা বিরাট রক্তপাত থেকে মক্কার অধিবাসীরা বেঁচে গেলো।

প্রশ্নের জবাব দাও ঃ

১। অন্যান্য যুবকদের সাথে প্রিয় নবীর কি পার্থক্য ছিল?

২। যৌবনে পদার্পণ করে তিনি কোন পেশা অবলম্বন করেন?

৩। বিবি খাদিজার সাথে কেমন করে তাঁর বিবাহ হয়?

৪। শান্তি স্থাপনের জন্য তিনি কি প্রচেষ্টা চালান?

৫। তাঁর সমিতির শপথনামা কি ছিল?

৬। হাজরে আসওয়াদ নিয়ে রক্তপাত থেকে তিনি মক্কাবাসীদের কিভাবে বাঁচান?

www.nagorikpathagar.com

তারপর নবী হলেন

মক্কার অনতিদূরে একটি পাহাড় ছিল। পাহাড়ের মধ্যে ছিল একটি গুহা। গুহার নাম হেরা। প্রিয় নবী এই হেরা গুহায় গিয়ে বসে থাকতেন। চিন্তা করতেন। কয়েক দিনের খাদ্য-পানীয় সংগে নিয়ে যেতেন। নির্জনে আল্লাহর ইবাদত করতেন। এক সঙ্গে কয়েকদিন সেখানে থাকতেন। তারপর ঘরে ফিরে আসতেন। বিবি খাদিজা তাঁর কয়েক দিনের খাদ্য-পানীয় বেঁধে দিতেন। তিনি সেগুলো নিয়ে চলে যেতেন হেরা গুহায়। দিনের পর দিন তিনি সেখানে ইবাদত-বন্দেগী করতেন। কিসে মানুষের ভালো হয় সেকথা চিন্তা করতেন। কিভাবে মানুষকে অসৎকাজ থেকে দূরে রাখা যায় এবং সৎকাজকে সমাজের মধ্যে বিপুলভাবে ছড়িয়ে দেয়া যায় সেকথা চিন্তা করতেন। অবশেষে আল্লাহ তাঁকে পথ দেখালেন। আল্লাহ তাঁকে রসূল বানালেন। আল্লাহ তাঁর ফেরেশতা হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালামকে তাঁর নিকট পাঠালেন। হযরত জিবরাইল (আ) তাঁকে আল্লাহর বাণী শুনালেন। তিনি দূরু দূরু কম্পিত মনে গৃহে ফিরলেন। বিবি খাদিজাকে সবকথা শুনালেন। বিবি খাদিজা বুঝতে পারলেন যে, আল্লাহ তাঁকে সত্যি রসূলের দায়িত্ব দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর চেহারায় আশংকার ছাপ দেখে তাঁকে সান্তনা দিয়ে বললেনঃ "আপনি মোটেই ঘাবড়াবেন না। আল্লাহ নিশ্চয়ই আপনাকে ধ্বংশ করবেন না। আপনি সৎ কাজ করেন, সাদকা দেন, দরিদ্রকে সাহায্য করেন, এতিম ও বিধবাদের সাহায্য সহায়তা করেন, অতিথি সৎকার করেন, মানুষের বোঝা উঠান, দুঃখীর দুঃখ দূর করেন। আপনার ভয় কিসে?"

আল্লাহর বাণী আসতে লাগলো। প্রিয় নবী সে বাণী মানুষের নিকট পৌছাতে লাগলেন। মানুষকে বললেনঃ

"আল্লাহ এক। তিনি সব কিছুর স্রষ্টা। তিনিই আহারদাতা। তিনিই শাসক। তাঁর আদেশ মেনে চলো। তাঁরই ইবাদত করো। আমি তাঁর রসূল। আমার অনুগত হও। অসৎ কাজ থেকে বিরত হও। সৎ কাজ করো। আল্লাহ তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। তোমাদেরকে বেহেশত দান করবেন। অসৎ লোকেদের প্রতি আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন। তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেবেন"।

ভালো লোকেরা তাঁর কথা মেনে নিল। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাঁর অন্তরংগ বন্ধু ছিলেন। পুরুষদের মধ্যে তিনি সর্ব প্রথম নবীর কথায় বিশ্বাস করলেন। তিনি নবীর উপর ঈমান আনলেন। তিনি হলেন মুসলমান। তিনি হলেন নবীর সাহাবা। সাহাবা মানে সাথী, সহচর। সাহাবাদের নামের পর "রাদিআল্লাহু আনহু" (অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন) বলতে হয়। মেয়েদের মধ্যে তাঁর স্ত্রী হযরত খাদিজা (রা) সর্ব প্রথম তাঁর উপর ঈমান আনেন। হযরত আলী (রা) ছিলেন তাঁর চাচাত ভাই। ছেলেদের মধ্যে তিনি সর্ব প্রথম প্রিয় নবীর উপর ঈমান আনেন। এঁরা চারজন অত্যন্ত সৎ ছিলেন। এঁরা সর্বদা প্রিয় নবীর সংগে থাকতেন। প্রিয় নবীর সততা ও গুণাবলী সম্পর্কে এঁরা সবার চেয়ে বেশী জানতেন।

www.nagorikpathagar.com

তাই নবীর কথা শুনবার সাথে সাথে এঁরা তা সত্য বলে মেনে নিলেন। নবীর প্রথম ডাকেই সাড়া দিলেন। নবীর উপর ঈমান আনলেন। আল্লাহ্ এঁদের উপর সন্তুষ্ট হোন।

কিছুদিন পর আল্লাহর হুকুম এলো ঃ "তোমার পথভ্রষ্ট ভাইদেরকে আল্লাহর শাস্তির ভয় দেখাও।" প্রিয় নবী সেই মতো কাজ করলেন। তিনি মক্কার নিকটস্থ একটি পাহাড়ে আরোহণ করলেন। পাহাড়টির নাম সাফা। পাহাড়ে আরোহণ করে মক্কাবাসীদেরকে ডাক দিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে সবাই জমা হয়ে গেলো। তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"আমি পাহাড়ের উপরে আছি তোমরা আছো নীচে। আমি এদিকেও দেখতে পাচ্ছি, ওদিকেও দেখতে পাচ্ছি। যদি আমি বলি, এ পাহাড়ের পেছনে একদল সশস্ত্র ডাকাত দাঁড়িয়ে আছে। তারা তোমাদের উপর আক্রমণ করতে উদ্যত। তাহলে তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে? সবাই একবাক্যে বলে উঠলোঃ "অবশ্যি! আপনি উপরে আছেন। আপনি সব দিকে দেখতে পাচ্ছেন। আপনি সত্যবাদী, আপনি আমানতদার। আপনি কখনো মিথ্যা বলেন নি। আমরা নিশ্চয়ই আপনার কথায় বিশ্বাস করবো।"

তখন তিনি আবার বললেন ঃ "বন্ধুগণ! এটা তোমাদের বুঝাবার জন্য একটা উপমা মাত্র। বিশ্বাস করো, মৃত্যু তোমাদের শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে। একদিন তোমাদের সবাইকে মরতে হবে। মরার পর আল্লাহর সামনে যেতে হবে। প্রত্যেককে নিজের কর্মফল ভোগ করতে হবে। যদি তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনে সৎপথে না চলো তাহলে তোমাদের উপর কঠিন শাস্তি আসবে। তোমরা কেবল দুনিয়া দেখতে পাচ্ছো। আর আমি পরকালও দেখতে পাচ্ছি।"

মক্কার লোকেরা তাঁর ভাষণ শুনলো। কত খাঁটি, কত সত্য কথা ছিল। কেমন চমৎকার ভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরলেন। সবাই তাঁকে সত্যবাদী বলে জানতো। আমানতদার বলে জানতো। কিন্তু তবুও তারা তাঁর এই সত্য কথার উপর ঈমান আনলোনা। তারা তাঁকে বিদ্রূপ-উপহাস করতে লাগলো। তারা তাঁকে গালমন্দ দিতে থাকলো। বিদ্রূপ করার ব্যাপারে তাঁর চাচা আবু লাহাব ছিল সবার আগে।

প্রশ্নের জবাব দাও ঃ

১। প্রিয় নবী হেরা গুহায় বসে থাকতেন কেন?
২। প্রিয় নবীর আশংকা দেখে খাদিজা (রা) তাঁকে কি বলে সান্তনা দিলেন?
৩। সর্বপ্রথম কে কে তাঁর উপর ঈমান আনলেন?
৪। সাফা পাহাড়ে উঠে তিনি লোকদের কি বললেন?
৫। মক্কাবাসীরা তাঁর ডাকের জবাব কিভাবে দিল?
৬। সাহাবা কাকে বলে?

www.nagorikpathagar.com

অত্যাচার চললো

প্রিয় নবী মানুষকে আল্লাহর বাণী শুনালেন। তাদেরকে খারাপ কাজ করতে নিষেধ করলেন। ভালো কাজ করতে উৎসাহিত করলেন। ভালো লোকেরা তাঁর কথা মেনে নিল। তারা মুসলমান হয়ে গেলো। আল্লাহর অনুগত বান্দায় পরিণত হলো। তারা নবীর সাথে সহযোগিতা করতে লাগলো। খারাপ লোকেরা অস্বীকার করলো। তারা নবীর কথা মানলোনা। তিনি তাদের ভালো চাচ্ছিলেন। কিন্তু তারা উল্টো তাঁর শত্রু হয়ে গেলো। তারা তাঁকে ভয় দেখালো। তিনি ভয় পেলেন না। তারা শাসালো। তিনি দমলেন না। তারপর লোভ দেখালো। তিনি তাতেও ভুললেন না। এভাবে বারে বারে ব্যর্থ হবার পর তারা তাঁকে কষ্ট দিতে এবং তাঁর উপর জুলুম চালাতে লাগলো। তিনি পথে বের হলে তাঁকে বিরক্ত করতো। গাল দিতো। খারাপ খারাপ কথা বলতো। তাঁর গায়ে পাথর নিক্ষেপ করতো। তাঁর পথে কাঁটা বিছিয়ে দিতো। তাঁর উপর ময়লা, আবর্জনা নিক্ষেপ করতো। তিনি সব কষ্ট সহ্য করতেন, সব অত্যাচার মাথা পেতে নিতেন। সবর করতেন। কিন্তু নিজের পথ থেকে একচুল সরে যেতেন না। মানুষকে সঠিক পথ কল্যাণের পথ দেখাতে থাকতেন। তাদেরকে সৎপথ দেখাবার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন। তাদের অত্যাচার এতে একটুও কমলোনা। বরং দিনে দিনে বেড়ে চললো। তারা তাঁর পরিবারের লোকজনকে সবাইকে একঘরে করে দিল। তাঁদের খাদ্য-পানীয় বন্ধ করে দিল। শিশুরা ক্ষুধার জ্বালায় কান্নাকাটি করতে লাগলো। খাদ্য ও পানির অভাবে তড়পাতে লাগলো। দিনের পর দিন অনাহার চলতে থাকলো। সর্বশেষ খাদ্যটুকু ফুরিয়ে যাবার পর গাছের পাতা খাওয়া শুরু হলো। কিছুদিন পর তাঁর স্নেহশীল চাচা আবু তালেব মারা গেলেন। প্রিয় স্ত্রী হযরত খাদীজা (রা)ও ইন্তেকাল করলেন। এঁরা দুজন তাঁকে অনেক সাহায্য করতেন। দুঃখ-দুর্দশায় সান্তনা দিতেন। এঁদের মৃত্যুতে তিনি মনে অনেক ব্যথা পেলেন। কাফেররা প্রথমে আবু তালেবকে ভয় করতো। এখন সে ভয়টুকুও আর রইলোনা। হযরত খাদীজা (রা) কে সম্মান করতো। সেটুকুও আর রইলো না। এখন এঁদের দুজনের মৃত্যুর পর তারা সমানে অত্যাচার চালাতে লাগলো।

একবার তিনি কাবাঘরে নামাজ পড়ছিলেন। তা দেখে এক দুষ্টের মাথায় শয়তানী বুদ্ধি চাপলো। সে নিজের চাদরটি পাক দিয়ে ফাঁদ তৈরী করলো। ফাঁদটি প্রিয় নবীর গলায় আটকে দিল। তিনি সিজদায় গেলেন। সে ফাঁদটি টানতে লাগলো নির্দয়ভাবে। এমন সময় হযরত আবু বকর (রা) সেখানে এলেন। তিনি প্রতিবাদ করলেন। কাফেররা তাঁকেও মারলো।

www.nagorikpathagar.com

কাফেরদের এক সর্দার ছিল আবু জেহেল। সে ছিল প্রিয় নবীর প্রাণের শত্রু। একবার প্রিয় নবী নামাজ পড়ছিলেন। সে উটের নাড়িভুড়ি এনে তাঁর মাথার উপর চাপিয়ে দিল। প্রিয় নবী মাথা তুলতে পারছিলেন না। তাঁর দম বন্ধ হয়ে আসছিল। নবীর প্রিয় কন্যা ফাতেমা (রা) একথা শুনে দৌড়ে এলেন। মাথার উপর থেকে নাড়িভুড়ি তুলে নিয়ে দুরে নিক্ষেপ করলেন। ময়লাগুলো তাঁর দেহ থেকে ঝেড়ে ফেললেন। কাফেররা দুরে দাঁড়িয়ে হাসছিল। তারপরও তিনি তাদেরকে সৎ উপদেশ দিলেন, অনেক বুঝালেন।

তাঁর প্রিয় সংগী-সহচরদের উপরও কাফেররা অত্যাচার চালাতে লাগলো। প্রিয় নবীর এক প্রিয় সাথী ছিলেন হযরত বেলাল (রা)। তিনি ছিলেন এক কাফেরের ক্রীতদাস। কাফের শুনলো হযরত বেলাল (রা) মুসলমান হয়ে গেছে। শুনেই সে তাঁর উপর অত্যাচার শুরু করলো। তাঁকে দিনের পর দিন অনাহারে রাখতো। মারপিট করতো। গরম বালুর উপর শুইয়ে সে তাঁর বুকের উপর উত্তপ্ত পাথর রাখতো। তাঁর গলায় দড়ি বেঁধে দুষ্টু ছেলেদের হাতে দিয়ে দিতো। তারা তাঁকে পাথরের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যেতো। হযরত বেলাল (রা) আল্লাহর পথে কষ্ট ভোগ করতেন এবং সবর করতেন।

প্রিয় নবীর এক প্রিয় সাথী ছিলেন হযরত খাব্বাব (রা)। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে কাফেররা তাঁর উপর ভীষণ নির্যাতন চালালো। একদিন কাফেররা কয়লা জ্বালিয়ে জমিনের উপর বিছিয়ে দিল। তাঁকে চিৎ করে তার উপর শুইয়ে দিল। তাঁর বুকের উপর, গায়ের উপর জ্বলন্ত কয়লা বিছিয়ে দিল। তিনি পাশ ফিরতে পারছিলেন না। তাঁর সমস্ত পিঠ জ্বলে গেলো।

হযরত ইয়াসের (রা) প্রিয় নবীর একজন প্রিয় সাথী ছিলেন। আবু জেহেল তাঁর সমগ্র পরিবারের উপর চরম অত্যাচার চালালো। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরকে ভীষণ কষ্ট দিল। নরাধম তাঁর সতী সাধ্বী স্ত্রীকে বর্শার আঘাতে শহীদ করলো।

এভাবে কাফেররা আল্লাহর সৎ বান্দাদের উপর নানাভাবে অত্যাচার চালালো। তাঁরা কি দোষ করেছিলেন? কারো সম্পদ আত্মসাৎ করেছিলেন? কারোর অধিকার হরণ করেছিলেন? কোনো অন্যায় অসৎ কাজ করেছিলেন? কারোর উপর জুলুম করেছিলেন? না এসব কিছুই তাঁরা করেন নি। বরং তারা নিজেদের সর্বশক্তি দিয়ে এগুলো রোধ করতে চাচ্ছিলেন। তাঁদের দোষ ছিল এই যে, তাঁরা ছিলেন সৎ। তাঁরা কোন পারিশ্রমিক না নিয়ে অন্যকে সৎ পথের সন্ধান দিতেন।

www.nagorikpathagar.com

অন্যদিকে কুরাইশ সর্দাররা ছিল অসৎ। তারা মানুষকে নিজেদের ইচ্ছামতো চালাতো। তারা মানুষকে নিজেদের অনুগত করতো। মানুষের উপর নিজেদের খোদায়ী প্রতিষ্ঠিত করতো। তারা দেখলো, আমাদের প্রিয় নবীর কথা মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করছে। মানুষ তাদের খোদায়ী অস্বীকার করে আল্লাহর অনুগত হচ্ছে। তাদের সর্দারী অস্বীকার করে প্রিয় নবীকে নিজেদের সর্দার বলে মেনে নিচ্ছে। তারা প্রমাদ গুণলো। তারা মনে করলো, ইসলাম বিস্তার লাভ করলে তাদের সর্দারীর দিন শেষ হয়ে যাবে। তারা মানুষদেরকে নিজেদের ইচ্ছামতো চালাতে পারবেনা। তাই তারা ইসলামকে গলা টিপে হত্যা করার জন্য মুসলমানদের উপর বেদম অত্যাচার চলালো। কিন্তু আল্লাহর বিরোধীদের ফুৎকারে ইসলামের প্রদীপ নিভে যেতে পারে না। আল্লাহ নিজেই এ প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখেন। তাই এই ব্যাপক জুলুম-অত্যাচারে মুসলমানরা মোটেই ঘাবড়ালোনা। তারা সকল প্রকার দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে থাকলো। তারা আল্লাহর দ্বীনের উপর অবিচল রইলো। তাদের পা একটুও টললোনা।

প্রশ্নের জবাব দাও ঃ

১। কাফেররা প্রিয় নবীর উপর কিভাবে অত্যাচার চালিয়েছিল?

২। তাঁর সাথীদের উপর কি কি অত্যাচার চালিয়েছিল?

৩। মুসলমানরা কি দোষ করেছিল?

৪। কাফেরদের এ অত্যাচারের কারণ কি?

৫। মুসলমানদের উপর কাফেরদের এ অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া কি হলো?

www.nagorikpathagar.com

হাবশায় হিজরাত

কাফেররা মুসলমানদের অনেক কষ্ট দিল। অনেক দুঃখ যন্ত্রনা দিল। আমাদের প্রিয় নবীর উপর অত্যাচার চালালো। তাঁর সংগী-সাথীদের উপর উৎপীড়ন চালালো। অবশেষে অত্যাচারের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে গেলো। কুরআন পড়া কঠিন হয়ে পড়লো। আল্লাহর ইবাদত করা মুশকিল হয়ে দাঁড়ালো। ইসলামের পথে চলা অসম্ভব হয়ে উঠলো। মানুষকে ইসলামের কথা বলা অপরাধে গণ্য হলো। এ অবস্থায় আমাদের প্রিয় নবী মুসলমানদের বললেনঃ তোমরা দ্বীন ইসলামের জন্যে অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করছো। তোমাদের মধ্যে যারা চাও হাবশায় চলে যেতে পারো। হাবশার বাদশাহর নাম নাজ্জাশী। নাজ্জাশী অত্যন্ত সৎ ও সচ্চরিত্রবান। তাঁর সেখানে কোন বাধা-বিপত্তি নেই। সেখানে স্বাধীনভাবে ইসলামের পথে চলতে পারবে। ইসলাম প্রচারেরও সেখানে সুবিধা হবে। কাজেই অনেক মুসলমান নিজেদের ঘরবাড়ী ত্যাগ করে হাবশায় হিজরাত করলো। হিজরাত মানে দ্বীনের খাতিরে এক দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে গিয়ে বসবাস করা।

হাবশা আরব থেকে পশ্চিম দিকে আফ্রিকার একটি দেশ। বর্তমানে এ দেশটির নাম ইথিওপিয়া। কাফেররা মুসলমানদের হাবশায় চলে যেতে দেখে রাগে ফুঁসে উঠলো। তারা সেখানেও মুসলমানদের শান্তিতে বাস করতে দিল না। মুসলমানদের পেছনে তারাও হাবশায় ধাওয়া করলো। তারা নাজ্জাশীর কাছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো। নাজ্জাশী তাঁর দরবারে মুসলমানদের ডাকলেন। হযরত আলী (রা)র ভাই হযরত জাফর (রা) ছিলেন মুসলমানদের নেতা। তিনি দরবারে একটি ভাষণ দিলেন। তাঁর ভাষণটি ছিল বড় চমৎকার। তিনি বললেন ঃ

"হে বাদশাহ! আমরা ছিলাম অজ্ঞ-মূর্খ। আমরা মুর্তি তৈরী করে তার পূজা করতাম। মৃত পশুর গোশত খেতাম। ব্যভিচার করতাম। অশ্রাব্য গালাগালি করতাম। সর্বদা অপবিত্র থাকতাম। নিজেদের মধ্যে কলহ বিবাদ করতাম। ধনীরা দরিদ্রের উপর জুলুম করতো। অতিথিকে সম্মান করা হতো না। প্রতিবেশীর মর্যাদাও রক্ষা করা হতো না। ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ করতাম। শক্তিশালী দুর্বলের উপর উৎপীড়ন চালাতো। মোট কথা আমরা অসৎ ছিলাম। আমাদের সমস্ত কাজও অসৎ ছিল। আল্লাহ্ আমাদের উপর করুণা করলেন। আমাদের সৎপথ দেখাবার ব্যবস্থা করলেন। আমাদের মধ্যে একজন রসূল পাঠালেন। আমরা সবাই তাঁকে জানতাম। তিনি বড়ই সৎ। তিনি সত্যবাদী ও আমানতদার । তিনি আমাদের সত্য ও সরল পথ দেখালেন। সত্য দ্বীনের দাওয়াত দিলেন। আল্লাহর পথের সন্ধান দিলেন। আমাদের পরস্পরকে ভালোবাসতে শেখালেন। তিনি আমাদের বুঝালেনঃ, "তোমরা মুর্তিপূজা পরিত্যাগ করো। আল্লাহর ইবাদত করো। সত্য কথা বলো। ওয়াদা পালন করো। অসৎকাজ পরিহার করো। গোনাহ থেকে দূরে থাকো। এতিমদের সম্পদ ভক্ষণ করোনা। কারোর উপর অত্যাচার-উৎপীড়ন করোনা। প্রতিবেশীদের কষ্ট দিয়োনা। তাদেরকে সবদিক দিয়ে শান্তিতে রাখো। নিরপরাধ মেয়েদের উপর মিথ্যা দোষারোপ করোনা। নামাজ পড়ো, রোজা রাখো। আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করো। পরস্পর মিলেমিশে থাকো"। আমরা তাঁকে নবী বলে

www.nagorikpathagar.com

জেনেছি। আমাদের নিজেদের জাতি আমাদের শত্রু হয়ে গেছে। তারা আমাদের উপর উৎপীড়ন চালাচ্ছে। তাই আমরা স্বদেশ ত্যাগ করে এদেশে এসে আশ্রয় নিয়েছি"।

বাদশাহ হযরত জাফরের (রা) বক্তৃতা শুনলেন। অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। তাঁর বক্তৃতা ছিল বড় মর্মস্পর্শী। বাদশাহর মনকে স্পর্শ করলো। বাদশাহ প্রভাবিত হলেন। তিনি হযরত জাফরের (রা) মুখ থেকে কুরআন শুনলেন। শুনে কাঁদতে লাগলেন। কাফেরদের কোনো পাত্তা দিলেন না। তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দিলেন। মুসলমানদের সাথে সদ্ব্যবহার করলেন। কিছুদিন পর তিনি নিজে মুসলমান হয়ে গেলেন।

আমাদের প্রিয় নবী নিজে তখনো হিজরাত করেন নি। তিনি মক্কা থেকে হাবশা যাননি। তিনি মক্কায় রইলেন। দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে থাকলেন। মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করতে থাকলেন। তিনি বিভিন্ন মেলায় যেতেন। সেখানে লোকদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দিতেন। তিনি হজ্জের সময় বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতেন। ধীরে ধীরে মক্কার বাইরে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছুতে লাগলো।

মক্কার নিকটেই একটি জনবসতি ছিল। তার নাম ছিল তায়েফ। ইসলামের বাণী পৌঁছাবার জন্য তিনি তায়েফ গেলেন। তায়েফের লোকেরা ছিল বড় দুষ্টু প্রকৃতির। তারা তাঁর কথা শুনলোনা। তাঁর সাথে অসদ্ব্যবহার করলো। তাঁকে গালাগালি করলো। তাঁকে নানা প্রকারে কষ্ট দিল। পাথর মেরে মেরে তাঁকে আহত করলো। দুষ্টু ছেলেদেরকে তাঁর পেছনে লেলিয়ে দিল। তিনি রক্তাক্ত হয়ে গেলেন। তাঁর দুপায়ের জুতা রক্তে ভরে গেলো। তবুও তিনি তাদের জন্য বদদোয়া করলেন না। বরং তাদেরকে সৎপথ দেখাবার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। তাঁর কষ্ট দুর্দশা দেখে আল্লাহর ফেরেশতা তাঁর কাছে এলেন। বললেনঃ "আপনি হুকুম দিন আমরা তায়েফের দুদিকের আবু কুরাইস ও আহমার পাহাড় দুটিকে একসাথে মিলিয়ে দিয়ে শহরটিকে পিষ্ট করে দিই।" কিন্তু রহমতের মূর্ত প্রতীক প্রিয় নবী (স) বললেন ঃ

"না না, তা কখনো হতে পারে না। আমি নিজের জাতিকে আল্লাহর আযাবের ভয় দেখিয়ে যেতে থাকবো। হয়তো আল্লাহ একদিন তাদের হৃদয়কে সৎপথ গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত করে দেবেন। অথবা তাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে এমন সৎ লোক জন্ম নেবে যারা আমার এই দাওয়াত গ্রহণ করবে।

প্রশ্নের জবাব দাও ঃ

১। মুসলমানরা হাবশায় হিজরাত করলো কেন?

২। হযরত জাফর (রা) নাজ্জাশীর সামনে কি ভাষণ দিলেন?

৩। নাজ্জাশীর উপর সে ভাষণের কি প্রতিক্রিয়া হলো?

৪। তায়েফের লোকেরা প্রিয় নবীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করলো?

৫। তায়েফবাসীদের অসদ্ব্যহারের জবাব তিনি কিভাবে দিলেন?

www.nagorikpathagar.com

মদীনায় হিজরাত

মদীনা আরবের একটি প্রসিদ্ধ শহর। এ শহরটি মক্কা থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। মদীনার লোকেরা প্রত্যেক বছর মক্কায় গিয়ে হজ্জ করে আসতো। আমাদের প্রিয় নবী (স) চুপি চুপি তাদের সাথে দেখা করতেন। তাদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দিতেন। মদীনার লোকেরা ছিল বড়ই সৎ। তারা প্রিয় নবীর মিষ্টি কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনতো। এ কথাগুলো তাদের মনের মধ্যে দাগ কেটে বসতো। তাদের অনেকে মুসলমান হয়ে গেলো। এভাবে আল্লাহর দ্বীন মদীনায় পৌঁছে গেলো।

মক্কায় কাফেরদের অত্যাচার বেড়ে চললো। তারা আমাদের প্রিয় নবীর উপর অনেক উৎপীড়ন চালালো। অবশেষে তাদের মধ্যে প্রিয় নবীর কথা শোনার মতো আর একজনও রইলো না। বরং তারা প্রিয় নবীর প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। তখন আল্লাহ তাঁকে মদীনায় হিজরাত করার নির্দেশ দিলেন।

একরাতে কাফেররা প্রিয় নবীকে হত্যা (নাউযুবিল্লাহ) করার ষড়যন্ত্র করলো। ইসলামের প্রদীপটি চিরতরে নিভিয়ে দেবার জন্যে এবার তারা একজোট হলো। কিন্তু প্রিয় নবীকে হত্যা করা সহজ নয়। তাহলে বনি হাশেম গোত্রের লোকেরা এর প্রতিশোধ নেবে। তাই তারা প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে লোক নিল। এভাবে সমস্ত গোত্রকে তারা হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত করতে চাইলো। ফলে বনি হাশেম গোত্র প্রতিশোধ নিতে চাইলেও সমস্ত গোত্রের একজোট হয়ে যাওয়ার ভয়ে পিছিয়ে যাবে, এই ছিল তাদের ধারণা।

তারা প্রিয় নবীর গৃহ ঘিরে ফেললো। তারা ঠিক করলো; নবী যখন ঘর থেকে বের হবেন তখন তারা সবাই একসাথে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাঁকে হত্যা করবে। আল্লাহ নবীকে কাফেরদের এই ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে দিলেন। প্রিয় নবী সেই রাত্রেই আল্লাহর কালাম পড়তে পড়তে ঘর থেকে বের হলেন। তাঁর সাথে তাঁর প্রিয় বন্ধু হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রা)ও বের হলেন। তাঁরা দুজনে রাতের অন্ধকারে মক্কা থেকে বের হলেন।

মক্কার বাইরে পাহাড়ের মধ্যে একটি গুহা ছিল। তার নাম ছিল "ছুর"। দিনের আলো প্রকাশিত হওয়ার পর তাঁরা আর পথ চলা ভালো মনে করলেন না। তাঁরা "ছুর" গুহার মধ্যে আশ্রয় নিলেন। কাফেররা তাঁদের পিছু নিল। তারা পথে বহুদুর পর্যন্ত গোয়েন্দা নিযুক্ত করলো। তাদের একজন ছুর গুহার মুখ পর্যন্ত পৌঁছে গেল। হযরত আবু বকর (রা) ভীত

www.nagorikpathagar.com

হলেন। প্রিয় নবী তাঁকে সান্তনা দিয়ে বললেনঃ "ভীত হয়ো না, আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন।" গুহার মুখে পৌঁছেও কাফেরটি তাঁদেরকে দেখতে পেলো না। আল্লাহ তাকে ধোকার মধ্যে নিক্ষেপ করলেন। সে বিভ্রান্ত হলো। তিনদিন পর তাঁরা ওখান থেকে যাত্রা করলেন। মদীনার লোকেরা তাঁদের আগমণ পথের দিকে চেয়েছিল। তাঁরা মদীনায় পৌছলে সারা শহরে আনন্দের স্রোত বয়ে গেলো। ছোট ছোট মেয়েরা আনন্দে গান গাইলো। প্রত্যেকে প্রিয় নবীকে নিজের গৃহে মেহমান করতে চাইলো। অবশেষে তিনি হযরত আবু আইউব আনসারীর (রা) গৃহে মেহমান হলেন।

ধীরে ধীরে বহু মুসলমান গৃহ ত্যাগ করে মদীনায় পৌঁছে গেলো। হাবশার মুসলমানরাও মদীনায় এসে গেলো। মদীনায় পৌঁছুবার পর তাদের বলা হলো 'মুহাজির'। অর্থাৎ ইসলামের জন্য দেশত্যাগকারী। মদীনার মুসলমানরা তাদের সাহায্য করলো। তাদের থাকার জন্য ঘর দিলো। নিজেদের ব্যবসায়ে তাদেরকে অংশীদার করে নিল। নিজেদের পরিবারের মধ্যে তাদের বিয়ে-শাদী করে দিল। মোটকথা মুহাজিরদেরকে তারা নিজেদের সহোদর ভাইয়ের স্থান দিল। সকল দিক দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করলো। তাই মদীনার মুসলমানদের বলা হয় আনসার বা সাহায্যকারী।

মদীনার আগের নাম ছিল ইয়াসরিব। প্রিয় নবীর আগমনের পর এর নাম হলো মদীনাতুর রসূল অর্থাৎ রসূলের শহর। পরে একে সংক্ষেপে কেবল মদীনাই বলা হতে লাগলো।

প্রশ্নের জবাব দাও ঃ

১। প্রিয় নবীর আগমনের পূর্বে আল্লাহর দ্বীন মদীনায় কিভাবে পৌঁছলো?

২। প্রিয় নবী মদীনায় হিজরাত করলেন কেন?

৩। কাফেররা কিভাবে তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল?

৪। তিনি কেমন করে তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করলেন?

৫। মদীনার লোকেরা তাঁকে কিভাবে গ্রহণ করলো?

৬। মুহাজির ও আনসার অর্থ কি?

৭। মদীনার লোকেরা মুহাজিরদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করলো?

৮। মদীনার নামকরণ কিভাবে হয়?

www.nagorikpathagar.com

জিহাদ হলো শুরু

প্রিয় নবী বড়ই দয়াদ্রচিত্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন মানব জাতির জন্য আল্লাহর রহমত। তিনি সকল মানুষের ভালো চাইতেন। সব সময় মানুষের ভালো চিন্তা করতেন। সবার সাথে ভালো ব্যবহার করতেন। যারা তাঁর গায়ে পাথর মারতো, তাদের জন্যও দোয়া করতেন। তিনি ইসলামের জন্য নিজের ঘর-বাড়ী, আত্মীয়-স্বজন সব ত্যাগ করলেন। সম্পূর্ণ অপরিচিত মদীনা শহরে এসে বাস করতে লাগলেন। ধারণা ছিল এখানে এসে শান্তিতে বাস করতে পারবেন। সবার কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছাবেন। মুসলমানদেরকে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী চালাবেন। কিন্তু মক্কার কাফেররা তাঁকে এখানেও শান্তিতে বাস করতে দিল না। তারা মক্কা থেকে বের হয়ে এসে মদীনায় তাঁর ওপর আক্রমণ চালালো।

মদীনার আশেপাশে অনেক ইহুদী বসতি ছিল। তারা নিজেদেরকে হযরত মূসার উম্মত বলে দাবী করতো। কিন্তু এদের স্বভাব-চরিত্র, কাজ কারবার সব ছিল কাফেরদের মতো। এরাও আমাদের প্রিয় নবীর শত্রু হয়ে গেলো। এরা মক্কার কাফেরদের সাথে মিলে আল্লাহর দ্বীনকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। এরা প্রিয় নবীকে ধোকা দিতে লাগলো। মুসলমানদের কথা কাফেরদের নিকট পৌঁছাতে লাগলো। নিজেরা অনেক মিথ্যা কথা বানিয়ে বানিয়ে কাফেরদেরকে বলতো এবং তাদেরকে যুদ্ধ করার জন্য উস্কানী দিতো। আবার মদীনায় কিছু মুনাফিকও ছিল। বাইরে তারা মুসলমানদের বন্ধু ছিল কিন্তু ভিতরে ভিতরে তারা ছিল ইসলামের ঘোরতর শত্রু। তারাও কাফেরদের সাথে মিলে মুসলমানদের ধোকা দিতে লাগলো।

কাফেররা সুযোগ পেয়ে মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য আবার যুদ্ধে নামলো। তারা মুসলমানদের উপর আক্রমণ করলো। আল্লাহ মুসলমানদেরও যুদ্ধের অনুমতি দিলেন। মদীনা থেকে কয়েক মাইল দূরে বদর নামক স্থানে মুসলমানদের সাথে কাফেরদের যুদ্ধ হলো। কাফেরদের সংখ্যা ছিল বেশী। মুসলমানদের সংখ্যা ছিল কম। অনেক কম। কাফেররা ছিল এক হাজার। মুসলমনারা ছিল মাত্র তিনশো তের জন। কাফেরদের কাছে যুদ্ধের সাজসরঞ্জামও ছিল বেশী। মুসলমানদের কাছে বলতে গেলে তরবারি ও বর্শা ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। অনেক মুসলমানের হাতে তরবারি ছিল কিন্তু ঢাল ছিলনা। আবার অনেক মুসলমানের কিছুই ছিলনা। মুসলমানদের কাছে একটিও ঘোড়া ছিলনা। কাফেরদের কাছে অসংখ্যা ঘোড়া, উট, গাধা ও খচ্চর ছিল। অস্ত্রও ছিল প্রচুর। এতসব সত্ত্বেও কাফেররা এঁটে উঠতে পারলোনা। ভীষণ যুদ্ধ হলো। মুসলমানরা ছিল হক পথে। প্রিয় নবী তাদের নেতা। প্রিয় নবী ছিলেন সত্য। মুসলমানরা জালেম ছিলনা। তারা ছিল মজলুম। কাফেররা তাদের উপর জুলুম করছিল। কাফেররা ছিল অন্যায়কারী জালেম। তারা মিথ্যার জন্য লড়াই করছিল। তাই

www.nagorikpathagar.com

আল্লাহর সাহায্য এলো। মুসলমানরা জয়লাভ করলো। কাফেররা পরাজিত হলো। কাফেরদের বড় বড় সর্দার মারা পড়লো। আবুজেহেল নিহত হলো। উত্‌বা নিহত হলো। শাইবা নিহত হলো। কাফেরদের সত্তর জন নিহত হলো। সত্তর জন গ্রেফতার হলো। আর সবাই প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেলো। মুষ্টিমেয় সত্যপন্থীকে বিপুল সংখ্যক মিথ্যাপন্থীর উপর আল্লাহ এভাবে বিজয় দান করলেন।

পরের বছর কাফেররা মুসলমানদের উপর আবার আক্রমণ করলো। এবার তাদের সেনাবাহিনী ছিল আরো বড়। মুসলমানরা ছিল কম। এবার উহুদ নামক স্থানে যুদ্ধ হলো। আল্লাহর সাহায্যে মুসলমানরা আবার জয়লাভ করলো। আনন্দে মুসলমানরা প্রিয় নবীর আদেশ ভুলে গিয়ে নিজেদের পাহারার দায়িত্ব ত্যাগ করলো। কাফেররা পাহাড়ের পিছন থেকে ঘুরে এসে আবার আক্রমণ করলো। ফলে মুসলমানদের অনেক ক্ষতি হলো। মুসলমানদের কয়েকজন বীর যোদ্ধা শহীদ হয়ে গেলেন। প্রিয় নবীর চাচা বীর যোদ্ধা হযরত আমীর হামযা (রা) এই যুদ্ধে শহীদ হলেন। প্রিয় নবীর দুটি দাঁত শহীদ হয়ে গেলো। কিছুক্ষণের মধ্যে মুসলমানরা আবার সামলে নিল। আল্লাহর সাহায্য এলো। তারা কাফেরদের হটিয়ে দিল।

এরপর কাফেরদের সাথে মুসলমানদের আরো কয়েকটি যুদ্ধ হলো। প্রত্যেক যুদ্ধে মুসলমানরা ছিল কম আর কাফেররা ছিল বেশী। অনেক বেশী। যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম কাফেরদের ছিল অনেক অনেক গুণ বেশী। মুসলমানদের অস্ত্র-শস্ত্র তার তুলনায় ছিল অনেক কম। কিন্তু মুসলমানরা ছিল সত্যের পথে। কাফেররা ছিল মিথ্যার পথে। মুসলমানরা ন্যায় ও কল্যাণের প্রতিষ্ঠার জন্য লড়ে যাচ্ছিল। আর কাফেররা অন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও মানবতার অকল্যাণ সাধনের জন্যে লড়াই করছিল। তাই আল্লাহ মুসলমানদের সাহায্য করলেন। ফলে প্রত্যেক যুদ্ধে কাফেররা হেরে গেলো। অবশেষে বাধ্য হয়ে তারা সন্ধি করলো। এই সন্ধি হোদাইবিয়া নামক স্থানে স্বাক্ষরিত হয় বলে একে হোদাইবিয়ার সন্ধি বলা হয়।

প্রশ্নের জবাব দাও ঃ

১। মদীনার ইহুদীরা কোন্ পক্ষে যোগ দেয়?

২। মুনাফিক কাকে বলে?

৩। বদর যুদ্ধের বর্ণনা দাও।

৪। বদর যুদ্ধে কাফেরদের কোন কোন সর্দার নিহত হয়?

৫। উহুদের যুদ্ধে মুসলামনরা কি ভুল করলো? এর পরিণাম কি হলো?

৬। প্রত্যেক যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় ও কাফেরদের পরাজয়ের মূল কারণ কি?

www.nagorikpathagar.com

মক্কা বিজয়

কাফের ও মুসলমানদের মধ্যে কিছুদিন সন্ধি রইলো। ধীরে ধীরে কাফেররা আবার উৎপাত শুরু করলো। তারা সন্ধির চুক্তি ভংগ করতে লাগলো। তারা কাবা ঘরে কয়েকজন মুসলমানকে শহীদ করে দিল। মুসলমানদের কোন দোষ ছিলনা। তাদেরকে অন্যায়ভাবে শহীদ করা হলো। একথা শুনে প্রিয় নবী দশ হাজার মুসলমান সংগে নিয়ে মক্কার দিকে এগিয়ে গেলেন। কাফেররা ভীত হলো। অনেকে ঘড়-বাড়ী ছেলে পালিয়ে গেলো। অনেকে লুকিয়ে পড়লো। অনেকে প্রিয় নবীর কাছে এসে ক্ষমা চেয়ে মুসলমান হয়ে গেলো। প্রিয় নবী সবাইকে ক্ষমা করে দিলেন। তিনি ঘোষণা করে দিলেনঃ "আজ কারো উপর কোন প্রতিশোধ নেয়া হবে না।" যারা অত্যাচার করছিল তাদেরকেও ক্ষমা করে দিলেন। যারা ইতিপূর্বে কায়েকবার যুদ্ধ করেছিল তাদেরকেও ক্ষমা করে দিলেন। কাউকে শাস্তি দিলেন না। তাঁর ক্ষমার ঘোষণা শুনে সব শত্রু মিত্রে পরিণত হলো। কুরাইশ সর্দার আবু সুফিয়ান ছিলেন ইসলামের অনেক পুরাতন শত্রু। প্রিয় নবীর ক্ষমা গুণে তিনিও ইসলাম গ্রহণ করলেন।

মক্কার উপর মুসলমানদের বিজয় পতাকা উড়তে লাগলো। কাবা ঘর থেকে সমস্ত মূর্তি নামিয়ে সরিয়ে ফেলা হলো। এখন থেকে সেখানে একমাত্র আল্লাহর কালেমা উচ্চারিত হতে লাগলো। মক্কা বিজয়ের পর ধীরে ধীরে সমগ্র আরবে ইসলামের ডংকা বাজতে লাগলো।

প্রিয় নবীর কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। তিনি আল্লাহর বাণী মানুষের নিকট পুরোপুরি পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী জীবন যাপন করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। ইসলামের বাণী দুনিয়ার দেশে দেশে ছড়াবার জন্য মুসলমানদের একটি বিরাট দল গঠন করেছিলেন। আল্লাহর বাণীর ভিত্তিতে একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন করে ভবিষ্যতের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তাঁর কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। এবার আল্লাহ তাঁকে নিজের কাছে ডেকে নিলেন। নবী হবার পর মক্কায় তের বছর ও মদীনায় দশ বছর সংগ্রামী জীবন যাপন করে তেষট্টি বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। (আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই আল্লাহর দিকে ফিরে যাবো।)

আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিঁউ ওয়াআলা আলি মুহাম্মাদিঁউ ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।

আল্লাহর দ্বীন পূর্ণ হয়ে গেলো। আমাদের নবীর পর আর কোনো নবী আসবেননা। মানুষকে দ্বীনের কথা বলার দায়িত্ব এখন সকল মুসলমানের। প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক দেশের

www.nagorikpathagar.com

মুসলমানের উপর এখন এ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছেঃ নিজের অঞ্চলের মানুষের কাছে তাদের ইসলামের বাণী পৌঁছাতে হবে। নিজের দেশের মানুষের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছাতে হবে। সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছাতে হবে। আল্লাহর শোকর, আমরাও মুসলমান। ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব আমাদের উপরও অর্পিত হয়েছে। প্রিয় নবীর আদর্শে ইসলামী সমাজ গঠনের দায়িত্ব আমাদেরও পালন করতে হবে। আমাদের প্রিয় নবী দ্বীনের জন্য দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন। আমরাও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করবো। আমারা সারা দুনিয়ায় দ্বীনের প্রচার করবো। আমরা প্রিয় নবীর আদর্শে ইসলামী সমাজ গড়ে তুলবো।

হে আল্লাহ, তুমি আমাদের শক্তি দাও!
আমাদের দুর্বল বাহুকে শক্তিশালী করো!
আমাদেরকে তোমার দ্বীনের সেবায় নিয়োজিত করো!

প্রশ্নের জবাব দাও ঃ

১। মক্কা কিভাবে বিজিত হলো?

২। প্রিয় নবী মক্কাবাসীদের সাথে কি ব্যবহার করলেন?

৩। প্রিয় নবীর পর দ্বীন প্রচারের দায়িত্ব কার?

৪। তিনি কিভাবে নিজের কাজ শেষ করেছিলেন?

৫। তুমি কিভাবে দ্বীন প্রচারের দায়িত্ব পালনের প্রস্তুতি নিচ্ছো?

www.nagorikpathagar.com

প্রিয় নবী কেমন ছিলেন ?

প্রিয় নবী খুব ভালো ছিলেন। তিনি সবচেয়ে ভালো ছিলেন। দুনিয়ার সমস্ত সৎগুণ তাঁর মধ্যে ছিল। পুরোমাত্রায় ছিল। তাঁকে বলা হয় "খায়রুল বাশার" অর্থাৎ মানব জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না।

আল্লাহ নিজেই কুরআনে তাঁর প্রশংসা করেছেন। জনৈক সাহাবা প্রিয় নবীর প্রিয় স্ত্রী হযরত আয়েশাকে (রা) জিজ্ঞেস করেনঃ "প্রিয় নবী কেমন ছিলেন?"

জবাবে হযরত আয়েশা (রা) বলেনঃ "তুমি কুরআন পড়নি? (কুরআনে যেসব সৎগুণের বর্ণনা দেয়া হয়েছে সবগুলোই তাঁর মধ্যে ছিল) তিনি কুরআনের যথার্থ নমুনা ছিলেন।"

তিনি সর্বদা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকতেন। নাপাকি থেকে দূরে থাকতেন। পরিচ্ছন্নতাকে তিনি ঈমানের অর্ধাংশ বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি গোসল করতেন। পাক-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরতেন। আতর লাগাতেন। চোখে সূর্মা লাগাতেন। চুল আঁচড়াতেন। প্রত্যেক দিন মেসওয়াক করতেন।

আগ্রহ সহকারে আহার করতেন। কখনো খাদ্যের নিন্দা করতেন না। সব সময় সামনে থেকে খাওয়া শুরু করতেন। কখনো হাত বাড়িয়ে উপর থেকে বা এদিক ওদিক থেকে খেতেন না। হেলান দিয়ে বসে খেতেন না। যে পরিমাণ ক্ষুধা আছে ঠিক সে পরিমাণ খেতেন, তার বেশী খেতেন না। খাওয়ার পর সংগে সংগেই শুয়ে পড়তেন না। ভরা পেটে কিছুই খেতেন না। ভরা পেটে খেতে মানা করতেন। পাকস্থলীকে সকল রোগের মূল বলতেন। নিজের কাজ নিজে করতেন। কারোর সাহায্য নিতেন না।

অন্যের কাজও করে দিতেন। পশুদের আহার দিতেন। সেবা করতেন। দুধ দুইতেন। ঘর ঝাড়ু দিতেন। আটা গুলে খামীর তৈরী করতেন। কাপড় ধুইতেন। বাজার থেকে সওদা কিনে আনতেন। জুতা সেলাই করে নিতেন। ঘর মেরামত করে নিতেন। কখনো বেকার বসে থাকতেন না। সব সময় কাজের মধ্যে থাকতেন। নিজের হাতে সব কাজ করতেন। নিজের কোন কাজে অন্যের সাহায্য নেয়া পছন্দ করতেন না।

খুব সাদাসিধে থাকতেন। রংচংয়ে পোশাক পরতেন না। পুরুষদের সোনা ও রেশম পরতে মানা করতেন। মোটা কাপড় পরতেন। মামুলি বিছানায় শুতেন। কখনো পিঠে চাটাইয়ের দাগ পড়ে যেতো। ঘর খুব বেশী সাজানো পছন্দ করতেন না। একবার তাঁর প্রিয় কন্যা হযরত ফাতেমা (রা) তাঁকে দাওয়াত করেন। সেখানে পৌঁছে তিনি দেখন দেয়ালের গায়ে সুন্দর পর্দা টাঙানো আছে। তিনি রাগ করে সেখান থেকে চলে আসলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে বললেনঃ

www.nagorikpathagar.com

"কোন সাজানো ঘরে প্রবেশ করা নবীর মর্যাদা বিরোধী।"

একবার ঘরে এসে দেখলেন, হযরত আয়েশা (রা) ছাদের সাথে কাপড় বেঁধে বেঁধে টাঙ্গিয়ে রেখেছেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি টেনে খুলে ফেললেন। বললেনঃ "ইট-পাথরকে কাপড় পরাবার জন্য আল্লাহ্ ধন-দৌলত দেননি।"

তিনি বড়দের অত্যন্ত সম্মান করতেন। একবার তাঁর দুধ-মা এলেন। তিনি তাঁকে খুব খাতির-যত্ন করলেন। তাঁকে বসার জন্য নিজের চাদরটি বিছিয়ে দিলেন। এমনিভাবে একবার তিনি বসেছিলেন এমন সময় তাঁর দুধ-বাপ এলেন। তিনি তাঁর জন্য নিজের চাঁদরের একটি অংশ বিছিয়ে দিলেন। অতঃপর দুধ-মা এলেন। তাঁর জন্য চাদরের অন্য অংশ বিছিয়ে দিলেন। শেষে দুধ-ভাই এলেন। তখন তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁকে নিজের সামনে বসালেন।

ওয়াদা করলে তিনি অবশ্যই তা পূর্ণ করতেন। তাঁর নবী হবার আগের একটি ঘটনা। এক ব্যক্তি তাঁর সাথে কিছু লেনদেন করে। সে তাঁকে বসিয়ে রেখে কোন কাজে চলে যায়। তিনদিন পর সে ফিরে এসে দেখে তিনি সেখানেই বসে বসে তাঁর অপেক্ষা করছেন।

তিনি কারোর উপর প্রতিশোধ নিতেন না। মক্কাবাসীরা তাঁকে এত উৎপীড়ন করলো, গালাগালি দিল, মারপিট করলো, তাঁকে গৃহ ছাড়া দেশ ছাড়া করলো, হত্যা করতে উদ্যত হলো, কিন্তু তাদেরকে নিজের মুঠোর মধ্যে পেয়েও তিনি কাউকে কিছু বললেন না। সবাইকে মাফ করে দিলেন। তায়েফবাসীরা তাঁকে পাথর মেরে আহত করেছিল। তাঁর সমস্ত শরীর রক্তাক্ত করেছিল। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর তাদের প্রতিনিধি এলো। তিনি তাদের যথেষ্ট সম্মান করলেন।

তিনি প্রাণীদের প্রতি অশেষ করুণাপ্রবণ ছিলেন। একবার সফরে ছিলেন। দেখলেন এক জায়গায় একটা পাখী ডিম পেড়েছে। এক ব্যক্তি ডিম উঠিয়ে নিয়েছিল। পাখীটি ছটফট করছিল। প্রিয় নবী জানতে পারলেন। তিনি তাকে দিয়ে ডিমটি আবার যথাস্থানে রেখে দিলেন।

একবার জনৈক সাহাবী কয়েকটি পাখীর বাচ্চা ধরে এনেছিলেন। তাঁর কাছে এলে তিনি বললেনঃ "বাচ্চাদেরকে তাদের মায়ের কাছে রেখে এসো।"

প্রশ্নের জবাব দাও ঃ

১। প্রিয় নবী কেমন ছিলেন?

২। বড়দের সাথে তাঁর ব্যবহার কিরূপ ছিল?

৩। শত্রুর সাথে তিনি কেমন ব্যবহার করতেন?

৪। প্রাণীদের প্রতি তিনি কিরূপ করুণাপ্রবণ ছিলেন?

www.nagorikpathagar.com

শিশুদের প্রতি ভালোবাসা

ছোট ছোট মেয়েদের তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তারাও তাঁকে খুব ভালোবাসতো। পথে ঘাটে তাঁকে দেখতে পেলেই ছেলে-মেয়েরা আনন্দে লাফাতে থাকতো। সবাই দৌড়ে দৌড়ে এসে তাঁর সাথে মিলতো। তিনি সবাইকে সালাম করতেন। কোলে উঠিয়ে নিতেন। আদর করতেন। দোয়া দিতেন।

মক্কা থেকে তিনি মদীনায় এলেন। আনসারদের ছোট্ট ছোট্ট মেয়েরা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো। তারা আনন্দে গাইতে লাগলো ঃ

পূর্ণিমা চাঁদ মোদের দেশে এলো
"বিদা" পাহাড় চূড়ায় থেকে তার,
কৃতজ্ঞতায় শির আমাদের নত
তারি তরে খোদার পথে ডাক এসেছে যার,
মোদের মাঝে রসূল ওগো তুমি
নিলাম মোরা তোমার দ্বীনের ভার।

তিনি তাদের কাছ দিয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেনঃ
"তোমরা আমাকে ভালোবাসো?"
"হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল!" সবাই একবাক্যে বললো।
"আমিও তোমাদেরকে ভালোবাসি।" তিনি বললেন।

একটি ছেলে ঢিল মেরে অন্যের গাছ থেকে খেজুর পেড়ে খেতো। লোকেরা তাকে ধরে প্রিয় নবীর কাছে আনলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ
"তুমি অন্যের গাছে ঢিল মার কেন?
বললোঃ "খেজুর খাবার জন্য।"
তিনি তাকে মারপিট করলেন না। বরং স্নেহপূর্ণ ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন। তার মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করলেন।

হযরত হাসান (রা) ও হযরত হোসাইন (রা) তাঁর পৌত্র ছিলেন। তিনি তাদেরকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। দুজনই ছিলেন ছোট। তিনি তাদের সাথে খেলা করতেন। তাদেরকে কোলে করে নিয়ে ফিরতেন। কখনো পিঠে ঝুলিয়ে নিতেন। তাঁরা দুজন নামাজের মধ্যেও তাঁকে জড়িয়ে ধরতেন। সিজদার সময় তাঁর পিঠে সওয়ার হয়ে যেতেন। তিনি কিছুই বলতেন না। তাঁরা পিঠ থেকে নেমে এলে তবে সিজদা থেকে উঠতেন। নামাজ শেষ হয়ে গেলে তাদেরকে কোলে উঠিয়ে নিয়ে আদর করতেন। তিনি কখনো কোন ছোট ছেলেমেয়েকে মারেন নি। ছেলেমেয়েদের মারতে তিনি নিষেধ করতেন।

www.nagorikpathagar.com

উমামা ছিলেন তাঁর পৌত্রী। তিনি তাকেও খুব ভালোবাসতেন। একবার তাকে কাঁধে বসিয়ে মসজিদে এলেন। এ অবস্থায় নামাজ পড়তে লাগলেন। রুকুতে গেলে তাকে নামিয়ে দিতেন। আবার দাঁড়িয়ে কোলে নিতেন।

তিনি সফর থেকে ফেরার সময় পথে ছেলে-মেয়েদের দেখা পেলে নিজের উটের সামনে পিছনে তাদের বসিয়ে নিয়ে আসতেন।

একবার তিনি কোথাও দাওয়াতে যাচ্ছিলেন। হযরত হোসাইন (রা) পথে খেলা করছিলেন। তিনি এগিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন। বালক হোসাইন হাসতে হাসতে কাছে এসে আবার দৌড়ে সরে যেতেন। অবশেষে তিনি তাকে ধরে ফেললেন। তিনি বললেনঃ "হোসাইন আমার এবং আমি হোসাইনের।"

তিনি কেবল মুসলমান ছেলে-মেয়েদের ভালোবাসতেন না। বরং মুসলমান অমুসলমান সবার ছেলে-মেয়েদেরকে সমানভাবে ভালোবাসতেন। একবার এক যুদ্ধে কয়েকটা শিশুও মারা পড়ে। প্রিয় নবী শুনে অত্যন্ত মর্মাহত হন।

জনৈক সাহাবী বলেন ঃ "হে আল্লাহর রসূল! ওই শিশুগুলো তো মুসলমানদের ছিল না।" তিনি বললেন ঃ "তারা তোমার থেকে ভালো ছিল। সাবধান শিশুদের কখনো হত্যা করো না।"

যায়েদ ইবনে হারেস (রা) বড় মিষ্টি চেহারার ছেলে ছিল। কিছু দুষ্টলোক তাকে চুপি চুপি এনে বাজারে বিক্রি করে দিল। হযরত খাদীজা (রা) তাঁকে কিনে এনে প্রিয় নবীকে দিলেন। তিনি যায়েদকে নিজের পালকপুত্র করলেন। প্রিয় নবী তাঁকে বড় ভালোবাসতেন। যায়েদের বাপ ও চাচা জানতে পারলো। তারা যায়েদকে নিয়ে যেতে এলো। কিন্তু যায়েদ তাদের সাথে যেতে প্রস্তুত হলেন না। তিনি বললেনঃ "আমি প্রিয় নবীকে আমার বাপ-চাচার চাইতে বেশী স্নেহশীল মনে করি।"

প্রিয় ছেলেমেয়েরা! এমন প্রিয় নবীকে কে নিজের বাপ-মায়ের চাইতে বেশী স্নেহশীল মনে করবে না? আমরাও তাঁকে সমস্ত দুনিয়ার চাইতে বেশী প্রিয় মনে করি। তাঁর কোন কথা শুনলে সংগে সংগেই মেনে নেই। তাঁর নাম আসলেই দরুদ পড়ি ঃ

"আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিঁউ
ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিঁউ ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।"

প্রশ্নের জবাব দাও ঃ

১। শিশুদের সাথে প্রিয় নবী কেমন ব্যবহার করতেন?

২। হযরত যায়েদ (রা) তাঁকে ছেড়ে যেতে রাজি হননি কেন?

৩। প্রিয় নবীকে ভালোবাসার পদ্ধতি কি?

৪। প্রিয় নবীর নাম শুনলে কি বলতে হবে?

www.nagorikpathagar.com

প্রিয় নবীর প্রিয় কথা

১। নিয়তের উপর কাজের ফলাফল নির্ভর করে।
২। বলো ঃ আমি ঈমান এনেছি তারপর এর উপর অবিচল থাকো।
৩। আমি শেষ নবী, আমার পর আর কোন নবীর জন্ম হবে না।
৪। সাত বছর বয়সে ছেলে-মেয়েদের নামাজ পড়ার ব্যাপারে কড়াকড়ি করো।
৫। নামাজ যথা সময়ে পড়ো।
৬। নামাজে কাতার সোজা কর।
৭। নামাজে চোখের কোণ দিয়ে দেখা ধ্বংসের শামিল।
৮। রুকু ও সিজদায় যে ব্যক্তি ইমামের আগে মাথা উঠায় আল্লাহ্ তার মাথা গাধার মাথায় পরিবর্তন করে দেন।
৯। জান্নাত মায়ের পদতলে অবস্থিত।
১০। পিতার আনন্দের মধ্যে আল্লাহর আনন্দ নিহিত। পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিহিত।
১১। পিতা-মাতাকে গালি দেয়া বা মন্দ বলা বিরাট গোনাহ্। কোন ছেলে-মেয়ে অন্যের পিতা-মাতাকে গালি দিলে বা মন্দ বললে এর জবাবে তার পিতা-মাতাকে গাল-মন্দ দেয়া হলে তাও নিজের পিতা-মাতাকে গাল-মন্দ দেয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়।
১২। বড় ভাই পিতার ন্যায় সম্মানীয়।
১৩। যে গৃহে শিশু নেই সে গৃহে বরকত নেই।
১৪। মায়ের কোল থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান আহরণ কর।
১৫। যার কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করো তাকে সম্মান করো।
১৬। পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অর্ধাংশ।
১৭। জুমার নামাজের আগে গোসল করা প্রত্যেক যুবকের উপর ওয়াজিব। মেসওয়াক করা এবং সুগন্ধিও লাগানো উচিত।
১৮। সূর্য উঠার পর পর্যন্ত শুয়ে থাকা রুজি-রোজগারের শত্রু।
১৯। সালামের প্রচলন করো। এর ফলে ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়।
২০। ছোট বড়কে, চলন্ত ব্যক্তি উপবেশনকারীকে, ছোট দল বড় দলকে সালাম করতে হবে।
২১। বিসমিল্লাহ্ বলে খাওয়া শুরু করো। শুরুতে ভুলে গেলে শেষে বলো।
২২। মন যা চায় তা খাওয়া অমিতব্যয়িতা।
২৩। রোগীর সামনে খেয়োনা।
২৪। বাজারে বসে খাওয়া অভদ্রতা।
২৫। পাকস্থলী সকল রোগের উৎস। ক্ষুধার চাইতে কম খাওয়া হচ্ছে এর আসল চিকিৎসা।
২৬। প্রিয় নবী পান-পাত্রে ফুঁক দিতে নিষেধ করেছেন।

www.nagorikpathagar.com

২৭। পানিতে নিজের ছায়া দেখা উচিত নয়।

২৮। উপুড় হয়ে শয়ন করা আল্লাহ পছন্দ করেন না।

২৯। যে ব্যক্তি পথে মলত্যাগ করে তার উপর আল্লাহর, ফেরেশতাদের এবং সব লোকের লানত বর্ষিত হয়।

৩০। দান করে আবার যে তা ফিরিয়ে নেয় সে সেই কুকুরের মতো যে বমি করে আবার তা চেটে খায়।

৩১। যে ব্যক্তি বিনা অনুমতিতে কারোর ঘরে উঁকি দেয় তার চোখ নষ্ট করে দেয়া জায়েজ।

৩২। যে ব্যক্তি অন্ধকে ভুল পথ দেখিয়ে দেয় তার উপর লানত।

৩৩। মিথ্যা বললে মানুষের মুখ কালো হয়ে যায়।

৩৪। অসাক্ষাতে পরনিন্দাকারী জান্নাতে যাবে না।

৩৫। ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয়োনা।

৩৬। কারোর নকল করাও গীবত বা পরনিন্দার অন্তর্ভুক্ত।

৩৭। মুসলমানকে গালি দেয়া আল্লাহর নাফরমানির শামিল।

৩৮। মুসলমানকে হত্যা করা কুফরীর অন্তর্ভুক্ত।

৩৯। কারোর বিপদে হেসোনা। তুমি নিজেও যেন এই বিপদে না পড়ো।

৪০। যে ব্যক্তি খেলাচ্ছলে কোনো পাখিকে অনর্থক হত্যা করবে কেয়ামতের দিন ঐ পাখি তার বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করবে।

৪১। প্রত্যেক প্রাণীর উপর করুণা করলে প্রতিদান পাওয়া যায়।

৪২। পাখির প্রতি রহমকারী আল্লাহর রহমতের হকদার হয়।

৪৩। মানুষকে ভালোবাসো আল্লাহর জন্য, মানুষকে ঘৃণা করো আল্লাহর জন্য।

৪৪। মুমিন আপাদমস্তক ভালোবাসার প্রতীক। যে ব্যক্তি অন্যকে ভালোবাসেনা এবং অন্যরা তাকে ভালোবাসেনা তার মধ্যে আদৌ কোনো সৎগুণ নেই।

৪৫। কোন সৎ কাজকে তুচ্ছ মনে করো না, এমনকি তোমার ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাত করাকেও।

৪৬। যে ব্যক্তি কোমল স্বভাব, কোমল চিত্ত ও কোমল ব্যবহারের অধিকারী তার উপর দোজখের আগুন হারাম এবং সেও আগুনের উপর হারাম।

৪৭। প্রতিশোধ নেয়ার শক্তি থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি মাফ করে দেবে সে হবে আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বান্দাহ।

৪৮। তোমাদের প্রত্যেকেই নিজের ভাইয়ের জন্য আয়না স্বরূপ। কাজেই নিজের ভাইয়ের মধ্যে কোন ত্রুটি দেখলে তা দূর করে দাও।

৪৯। তোমাদের প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।

www.nagorikpathagar.com

৫০। কিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেনঃ হে আদম সন্তান! আমি রোগে ভুগছিলাম, তুমি আমাকে দেখতে যাওনি? বান্দাহ বলবেঃ হে আল্লাহ! তুমি সারা জাহানের প্রতিপালক, আমি কেমন করে তোমাকে দেখতে যেতাম? আল্লাহ বলবেনঃ আমার অমুক বান্দাহ রোগে ভুগছিল, তুমি তাকে দেখতে যাওনি। যদি তুমি সেখানে তাকে দেখতে যেতে তাহলে আমাকে সেখানে পেতে। (অর্থাৎ তুমি আমার রহমত ও সন্তুষ্টিলাভ করতে।)

৫১। যারা উন্নত চরিত্রের অধিকারী হবে তারা কিয়ামতের দিন আমার বেশী প্রিয় ও বেশী নিকটে হবে আর যারা অসচ্চরিত্র হবে তারা কিয়ামতের দিন আমার সবচাইতে অপ্রিয় হবে ও আমার থেকে সব চাইতে দূরে থাকবে।

৫২। যেসব পুরুষ মেয়েদের বেশভূষা পরিধান করে তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হয় আর যেসব মেয়ে পুরুষের বেশভূষা পরিধান করে তাদের উপরও আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হয়।

৫৩। যে নিজে পেট ভরে খায় কিন্তু তার প্রতিবেশী না খেয়ে থাকে সে মুমিন নয়।

৫৪। লজ্জাশীলতা ঈমানের অঙ্গ।

৫৫। যার মনে সামান্য পরিমাণ অহংকার আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

৫৬। তিনটি জিনিস মানুষকে রক্ষা করে আর তিনটি জিনিস মানুষেকে ধ্বংস করে। রক্ষাকারী জিনিস তিনটি হচ্ছেঃ (১) প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহকে ভয় করা, (২) লাভে বা ক্ষতিতে সকল অবস্থায় সত্য কথা বলা এবং (৩) অভাবে বা সচ্ছলতায় সকল অবস্থায় মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করা। আর ধ্বংসকারী জিনিস তিনটি হচ্ছে (১) যে ইচ্ছা ও আকাংখা মানুষকে দাসে পরিণত করে, (২) যে লোভ ও লালসার অনুগত হয়ে তার পিছনে চলা হয় এবং (৩) যে নিজেই নিজের প্রশংসায় তুষ্ট হয়। এটিই হচ্ছে সব চাইতে বড় রোগ।

৫৭। যদি তোমরা চারটি জিনিস পাও তাহলে দুনিয়ার আর কোনো জিনিস না পেলেও তোমাদের ক্ষতি হবে না। সেগুলো হচ্ছে ঃ (১) গচ্ছিত দ্রব্য রক্ষা করা, (২) সত্য কথা বলা, (৩) সদ্ব্যবহার করা এবং (৪) কলুষমুক্ত ও হালাল রুজি খাওয়া।

৫৮। সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করা ঈমানের চিহ্ন।

৫৯। যে তার প্রতিপক্ষকে আছাড় মারে সে পালোয়ান নয় বরং সেই ব্যক্তি পালোয়ান যে রাগের সময় নিজেকে সংযত করে।

৬০। তোমার উট বেঁধে রেখে আল্লাহর উপর ভরসা করো।

প্রশ্নের জবাব দাও ঃ

১। মানুষকে কি জন্যে ভালবাসবে, কি জন্যে ঘৃণা করবে?

২। কিয়ামতের দিন আল্লাহ কি বলবেন?

৩। কোন জিনিস মানুষকে রক্ষা করে, কোন জিনিস মানুষকে ধ্বংশ করে?

৪। প্রিয় নবীর ৫টি কথা লিখ।

www.nagorikpathagar.com

আমাদের উপর প্রিয় নবীর অধিকার

প্রিয় কিশোর কিশোরীরা! তোমরা পড়েছো আমাদের প্রিয় নবী সবচেয়ে ভালো ছিলেন। তিনি আমাদের ও সমগ্র মানব জাতির জন্য রহমত। তিনি আমাদের বিরাট উপকার করেছেন। আল্লাহ কি চান, তিনি কিসে সন্তুষ্ট হন, কিসে অসন্তুষ্ট হন, সেকথা তিনি আমাদের জানিয়েছেন। নিজে সে অনুযায়ী জীবন যাপন করে দেখিয়েছেন। কুরআন এনেছেন। ইসলামের ঐশ্বর্যে আমাদের ভান্ডার ভরে দিয়েছেন। যদি তিনি দুনিয়ায় না আসতেন তাহলে জানিনা আমাদের কি দশা হতো। আমরা কখনো এদিকে কখনো ওদিকে ছুটাছুটি করে মরতাম। সঠিক পথের দিশা কোনো দিন পেতাম না। কখনো অন্যের উপর জুলুম করতাম। কখনো নিজের উপর জুলুম করতাম। দুনিয়ায় দুঃখ-কষ্ট পেতাম। আখেরাতেও ভুগতাম। সেখানে লাঞ্ছিত হতাম। কিন্তু প্রিয় নবীর শিক্ষা আমাদের দ্বীন ও দুনিয়ার ধবংস থেকে রক্ষা করেছে। কাজেই আমরা তাঁর প্রতি যতই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি না কেন তা অতি সামান্য বলে বিবেচিত হবে।

প্রিয় নবীর আগমনের পূর্বে দুনিয়ায় অন্ধকারের রাজত্ব ছিল। চারদিকে দুষ্কর্ম ভরে গিয়েছিল। মানুষ নিজেদের মধ্যে কলহ বিবাদে লিপ্ত ছিল। তারা খারাপ কাজ করতো। এতিম বিধবাদের কষ্ট দিতো। দুর্বলদের উপর জুলুম করতো। ছোট ছোট মেয়েদেরকে জীবিত কবর দিতো। মেয়েদেরকে জীবিত পুড়িয়ে মারতো। প্রিয় নবী তাদের খারাপ কাজ থেকে বিরত করেন। ভালো কাজে উৎসাহিত করেন। সৎ লোকদের মতো জীবন যাপন করতে শেখান। তিনি মানুষের ভালোর জন্য নিজে অশেষ দুঃখ-লাঞ্ছনা সহ্য করেছেন। এ জন্য তিনি মার খেয়েছেন। অত্যাচারিত হয়েছেন। গৃহ থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। তিনি সব সয়ে গেছেন। একমনে নিজের কাজ করে গেছেন। অবশেষে আল্লাহ সাহায্য করেছেন। জুলুম-উৎপীড়ন কমে গেছে। মানুষ আল্লাহর দ্বীন শিখেছে। সোজা ও সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছে। আজ দুনিয়ায় যত সৎগুণ বা সৎকাজ পাওয়া যায় তা সব তাঁরই শিক্ষার ফল। এসব কাজের জন্য তিনি কখনো কারো কাছ থেকে কোন প্রকার পারিশ্রমিক নেননি। সব কিছু করেছেন একমাত্র আল্লাহকে খুশী করার জন্য।

আমরা তাঁর উপকারের কী প্রতিদান দিতে পারি! এর একটি মাত্র প্রতিদান আছেঃ তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা এনেছেন সব কিছু আমরা মনে প্রাণে মেনে নেবো। তাঁর জীবনকে

www.nagorikpathagar.com

নিজেদের জন্য আদর্শ বলে গ্রহণ করবো। তাঁর হুকুম মেনে চলবো। তিনি যাতে খুশী হন তাই করবো। তিনি যেসব কাজ অপছন্দ করেছেন সেগুলো থেকে দূরে থাকবো। তিনি যা পছন্দ করেছেন তাই করবো। দ্বীনের জন্য তিনি দুঃখ-কষ্ট সয়েছেন। সারা জীবন ধরে সমাজে সৎ কাজের প্রচলনের চেষ্টা করেছেন। আমরাও আল্লাহর দ্বীন সারা দুনিয়ায় ছড়াবো। মানুষকে সৎকাজে উৎসাহিত করবো একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য। এজন্য কোনো পারিশ্রমিক বা প্রতিদান কারুর কাছ থেকে আশা করবো না।

প্রিয় নবীকে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসো। সম্মানের সাথে তাঁর নাম উচ্চারণ করো। কোথাও তাঁর নাম উচ্চারিত হবার সাথে সাথে দরুদ ও সালাম পড়ো। কোথাও তাঁর নাম লিখলে, কারোর মুখে তাঁর নাম শুনলে, কোথাও তাঁর নাম লেখা থাকলে বা নিজে উচ্চারণ করলে সঙ্গে সঙ্গে 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' পড়ো। যে কাগজ, বই বা বস্তুর উপর তাঁর নাম লেখা থাকে, তাকে সাবধানে হেফাজত করে রাখো। এদিক ওদিক ফেলে দিয়ো না। আমাদের প্রিয় নবীকে এইভাবেই খুশী করা যায়।

আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।

প্রশ্নের জবাব দাও ঃ

১। আমাদের প্রিয় নবী কেমন ছিলেন?

২। প্রিয় নবীর শিক্ষা আমাদের কি উপকার করেছে?

৩। প্রিয় নবীর আগমনের পূর্বে দুনিয়ার অবস্থা কেমন ছিল?

৪। প্রিয় নবীর শিক্ষার ফল কি?

৫। আমরা তাঁর উপকারের কি প্রতিদান দিতে পারি?

৬। প্রিয় নবীর নাম উচ্চারিত হলে কি বলতে হবে?

সমাপ্ত

www.nagorikpathagar.com